ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবাখাতে দুর্নীতি:
জাতীয় খানা জরিপ ২০২১

৩১ আগস্ট ২০২২

প্রেক্ষাপট

- ‘সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ’ টিআইবি’র একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা কার্যক্রম। ১৯৯৭ সাল থেকে টিআইবি এ জরিপ ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করছে। এ বছর পর্যন্ত নয়টি খানা জরিপ সম্পন্ন হয়েছে - ১৯৯৭, ২০০২, ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭ এবং ২০২১ সালে

- ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান’, ‘অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২০২৬’, ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২’, ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১’ এবং বর্তমানের ক্ষমতাসীন দলের ‘নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮’-তে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)’ এর লক্ষ্য ১৬.৫-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনার অঙ্গীকার করা হয়েছে

- দুর্নীতি সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ এবং এর প্রভাব সমাজের সকল স্তরে পড়ে, যা সেবাখাতের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রধান অন্তরায়। তাই নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা জানা এবং তদনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে

- টিআইবি’র পূর্ববর্তী জরিপ ও গণমাধ্যমের তথ্য মতে বাংলাদেশে সেবাখাতগুলোতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দুর্নীতি সংগঠিত হয়ে থাকে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্পর্কে তুলনামূলক একটি চিত্র তুলে ধরে

খানা জরিপের উদ্দেশ্য এবং তথ্য সংগ্রহের সময়কাল

মূল উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রা নিরূপণ করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- খানাগুলো সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা;
- খানাগুলো বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রা নিরূপণ করা;
- খানাসমূহের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা বিশ্লেষণ করা;
- দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা

জরিপের তথ্য সংগ্রহের সময়:

সেবাখাতে দুর্নীতি বিষয়ক তথ্যের বিবেচ্য সময়: ০১ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২১

জরিপের তথ্য সংগ্রহের সময়: ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ৮ মার্চ ২০২২

জরিপের আওতা

- বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হয়েছে; খানার সদস্যদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- **জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা:** 'সেবাখাতে ব্যক্তিস্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার'
- **দুর্নীতির আওতা:** সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ জনগণ যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়
  - ঘুষ
  - জোরপূর্বক অর্থ আদায়
  - আত্মসাৎ
  - প্রতারণা
  - দায়িত্বে অবহেলা
  - স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব বিস্তার
  - সময়ক্ষেপণসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানি

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাতসমূহ

১. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৯. বিদ্যুৎ
২. পাসপোর্ট	১০. গ্যাস
৩. বিআরটিএ	১১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
৪. বিচারিক সেবা	১২. বীমা
৫. ভূমি সেবা	১৩. কর ও শুল্ক
৬. শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	১৪. ব্যাংকিং
৭. স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৫. এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)
৮. কৃষি	১৬. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা
১৭. অন্যান্য (মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং, ওয়াসা, নির্বাচন কমিশন, ডাক বিভাগ, সমাজসেবা অধিদপ্তর ইত্যাদি)	

সুনির্দিষ্ট খাত নির্বাচন

- ২০১৭ সালে টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপে যে সকল খাত থেকে কমপক্ষে ৫% খানা সেবা গ্রহণ করেছে, সেগুলোকে এ জরিপে প্রধান খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
- দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এসব সেবার প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম
- টিআইবি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গবেষণায় ও গণমাধ্যমে এসব খাতে দুর্নীতির ঝুঁকি চিহ্নিত ও আলোচিত হয়

জরিপের নমুনায়ন পদ্ধতি

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রণীত **Integrated Multipurpose Sampling Frame (IMPS)** ব্যবহার করে তিন পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (**Three Stage Stratified Cluster Sampling**) পদ্ধতিতে এ জরিপের নমুনায়ন করা হয়েছে

    - **প্রথম পর্যায়:** দেশের আটটি বিভাগকে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল বিবেচনায় ১৬টি স্তরে বিভাজন করে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে দৈবচয়নের মাধ্যমে মোট ১,৩২০টি (গ্রামাঞ্চল-৮২০টি, শহরাঞ্চল-৫০০টি) গ্রাম বা মহল্লা নির্বাচন
    - **দ্বিতীয় পর্যায়:** নির্বাচিত গ্রাম বা মহল্লাকে ১০০ খানা সংবলিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুচ্ছে ভাগ করে দৈবচয়নের মাধ্যমে একটি গুচ্ছ নির্বাচন এবং নির্বাচিত গুচ্ছ হতে ১০০টি খানার তালিকা তৈরি (পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষেত্রবিশেষে ভৌগোলিক ও জনবসতি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার কারণে ১০০টি খানা না পাওয়া গেলে কমপক্ষে ৬০টি খানার তালিকা তৈরি)
    - **তৃতীয় পর্যায়:** তালিকাকৃত ১০০টি খানা থেকে নিয়মানুক্রমিক নমুনায়নের (**Systematic Sampling**) মাধ্যমে ১২টি খানা নির্বাচন

জরিপের নমুনায়ন পদ্ধতি...

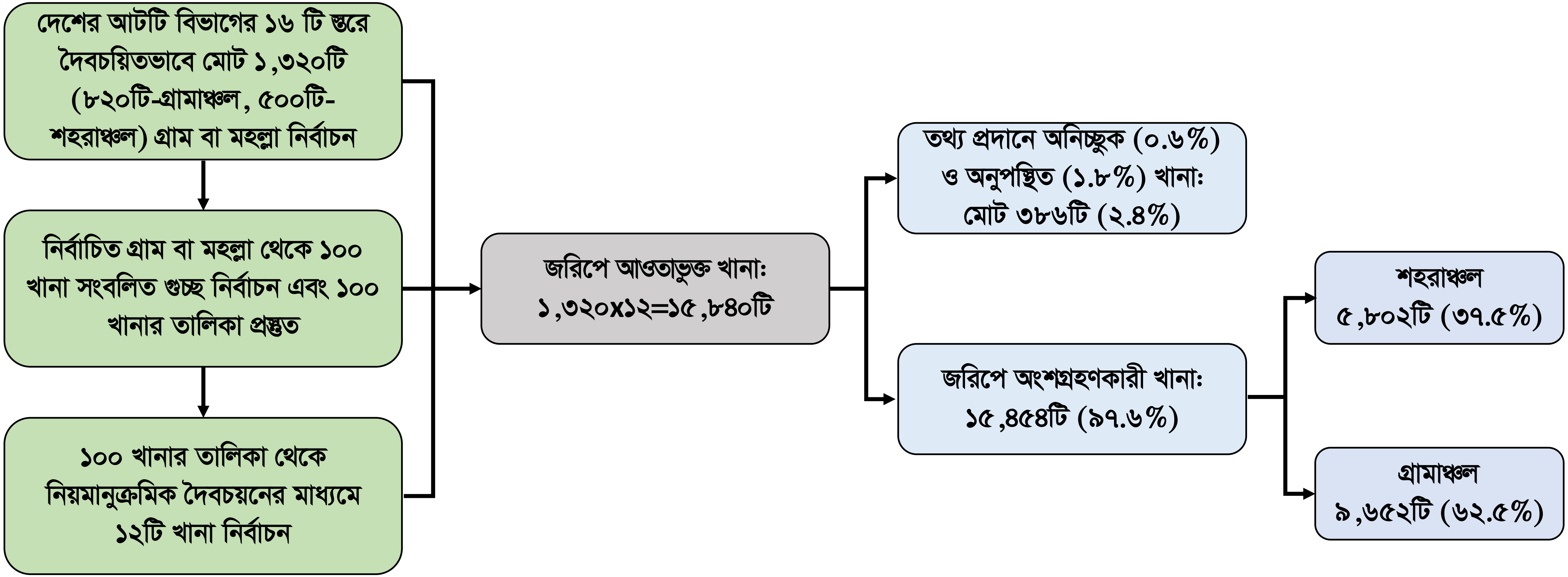

- আটটি বিভাগের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে এ নমুনায়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীলতা এবং জরিপের সংখ্যাতাত্ত্বিক উৎকর্ষের মানদণ্ড নিশ্চিত করে
- ত্রুটির সীমা (মার্জিন অব এরর): সার্বিকভাবে দুর্নীতির শিকার ও ঘুষের শিকার খানার হারের ত্রুটির সীমা যথাক্রমে ±৩.৩% এবং ± ২.৭%

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট খানা
ঢাকা	১,৭৪২	১,১৪৫	২,৮৮৭
চট্টগ্রাম	১,৫১৯	৮৬৯	২,৩৮৮
রাজশাহী	১,৩২৮	৭১২	২,০৪০
খুলনা	১,১৮২	৭৩৯	১,৯২১
বরিশাল	৮৬২	৪৮০	১,৩৪২
রংপুর	১,১৯২	৭৪৬	১,৯৩৮
সিলেট	৮৪৫	৪৯৪	১,৩৩৯
ময়মনসিংহ	৯৮২	৬১৭	১,৫৯৯
মোট খানা	৯,৬৫২	৫,৮০২	১৫,৪৫৪

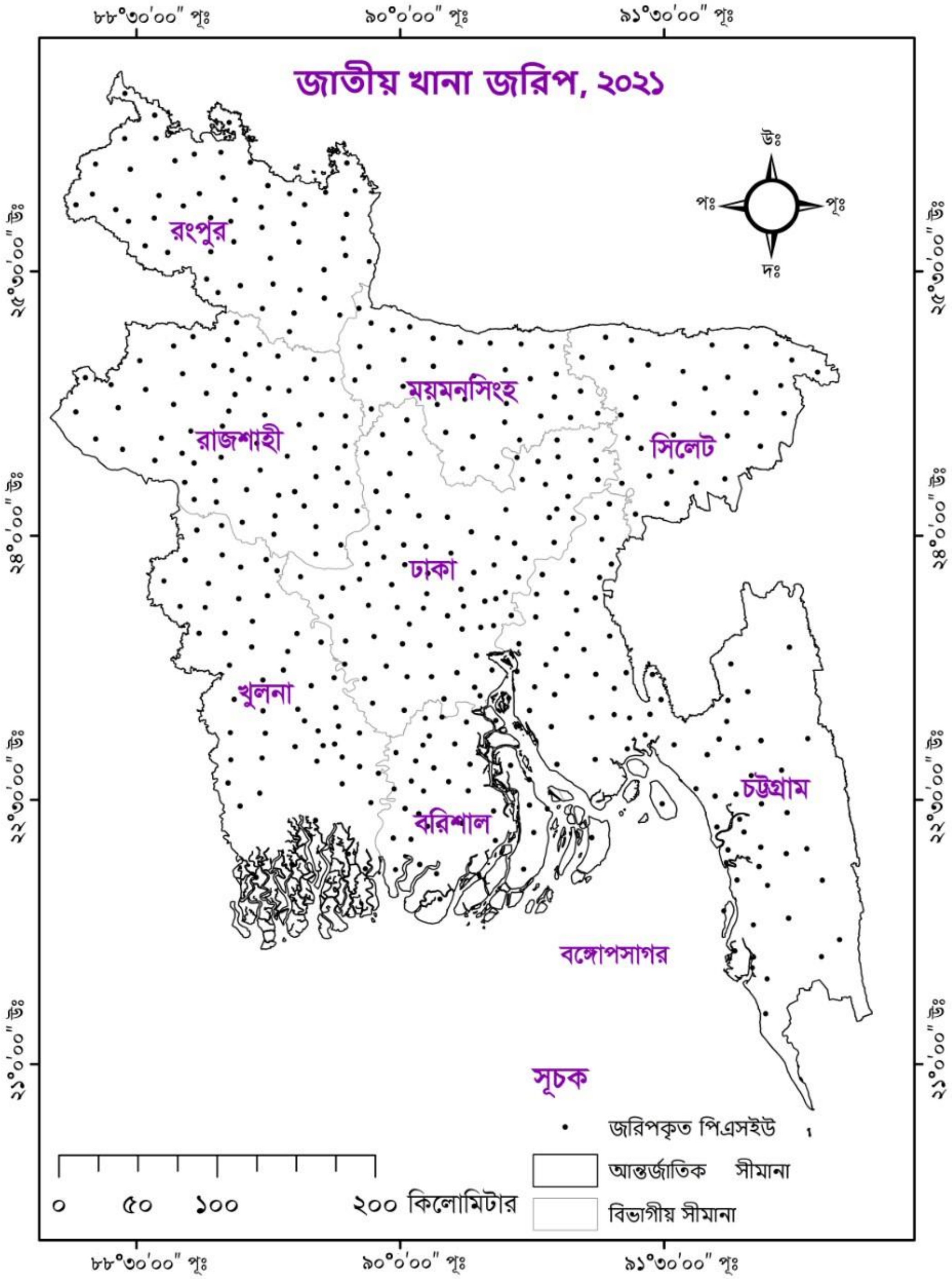

২০২১ সালের খানা জরিপে অন্তর্ভুক্ত গ্রাম বা মহল্লার অবস্থান

জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

- জরিপের পরিকল্পনা ও বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আটজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ; জরিপের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ টিআইবি'র গবেষকদের দ্বারা সম্পন্ন
- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কমপক্ষে স্নাতক ও অভিজ্ঞ ২০ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও ৯৩ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ
- মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও তথ্য সংগ্রহকারীদের ১৪ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান; খসড়া প্রশ্নপত্রের ওপর ফিল্ড টেস্ট ও ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণ
- তথ্যসংগ্রহের জন্য টিআইবি'র তৈরি ডিজিটাল প্লাটফর্ম **PACTApp** এ প্রশ্নপত্র পূরণ
- জরিপকালীন টিআইবির গবেষণা দল কর্তৃক প্রতিটি দলের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান
- জরিপকালীন পূরণকৃত প্রতিটি প্রশ্নপত্র মাঠ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক নির্ভুলতা যাচাই
- সার্বিকভাবে, দৈবচয়নসহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় ৫১.৯% সাক্ষাৎকার বা প্রশ্নপত্র যাচাই (অ্যাকম্পানি চেক ২১.১%, ব্যাক চেক ১৭.৮%, স্পট চেক ১২.৭%, টেলিফোন চেক ৮.৯%)
- জরিপে প্রাপ্ত সংখ্যাগত তথ্য থেকে নমুনা পরিসংখ্যান **(Sample Statistic)** নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভর **(weight)** দিয়ে সমন্বয়করণ

খানা সম্পর্কিত তথ্য

খানার সদস্যদের নারী পুরুষ অনুপাত (%)

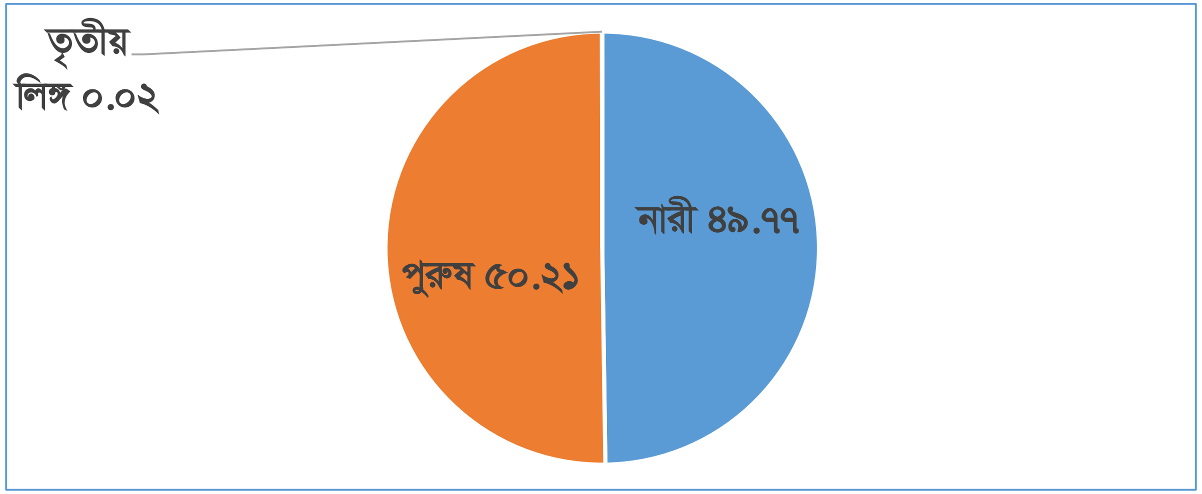

খানাপ্রধানের ধর্ম (%)

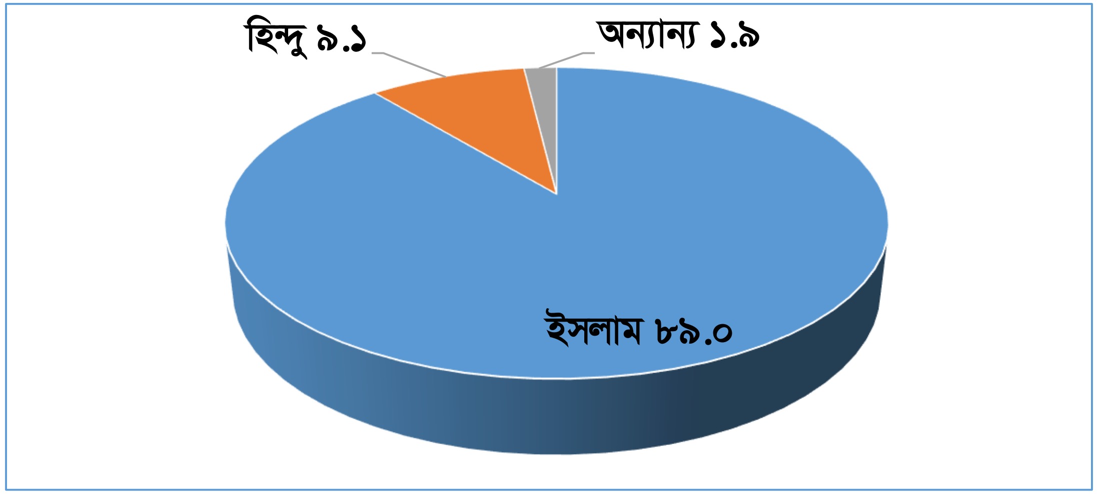

নির্দেশক	খানা জরিপের ফলাফল (২০২১)	বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এবং আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১৬
খানার নারী-পুরুষ অনুপাত	নারী-৪৯.৭৭%; পুরুষ-৫০.২১%; তৃতীয় লিঙ্গ-০.০২%	নারী- ৫০.৫০%; পুরুষ-৪৯.৪৯%; তৃতীয় লিঙ্গ-০.০১%
খানাপ্রধানের ধর্ম	ইসলাম-৮৯%; হিন্দু-৯.১%; অন্যান্য-১.৯%	ইসলাম -৯১.০৪%; হিন্দু-৭.৯৫%; অন্যান্য -১.০১%
খানা প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা	৪.৫৫	৪.০৩
খানাপ্রধানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	বাঙালি-৯৭.৫%; অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী-২.৫%	বাঙালি- ৯৯.০১%; অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী- ০.৯৯%
খানার মাসিক গড় আয় (টাকা)	২৫,১৮৭	১৫,৯৪৫ (২০১৬); ২০,৯৯২ (ডিসেম্বর ২০২১)
খানার মাসিক গড় ব্যয় (টাকা)	২২,০৫৫	১৫,৭১৫ (২০১৬); ২০,৬৮৯ (ডিসেম্বর ২০২১)

খানা সম্পর্কিত তথ্য ...

নির্দেশক	জরিপের ফলাফল
খানাপ্রধানের লিঙ্গ	নারী- ৯.১%; পুরুষ- ৯০.৮%; তৃতীয় লিঙ্গ- ০.১%
খানাপ্রধানের গড় বয়স	৪৬ বছর
প্রতিবন্ধিতাসহ খানা	৯%

খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)

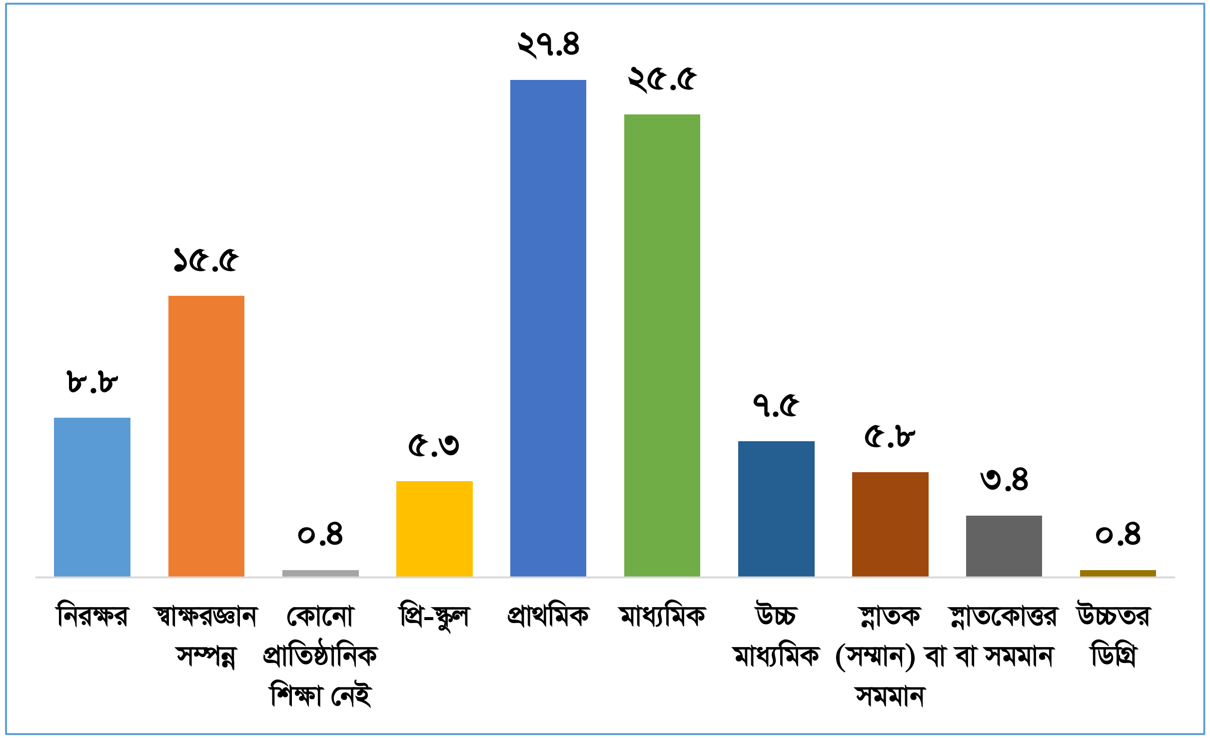

খানাপ্রধানের পেশা (%)

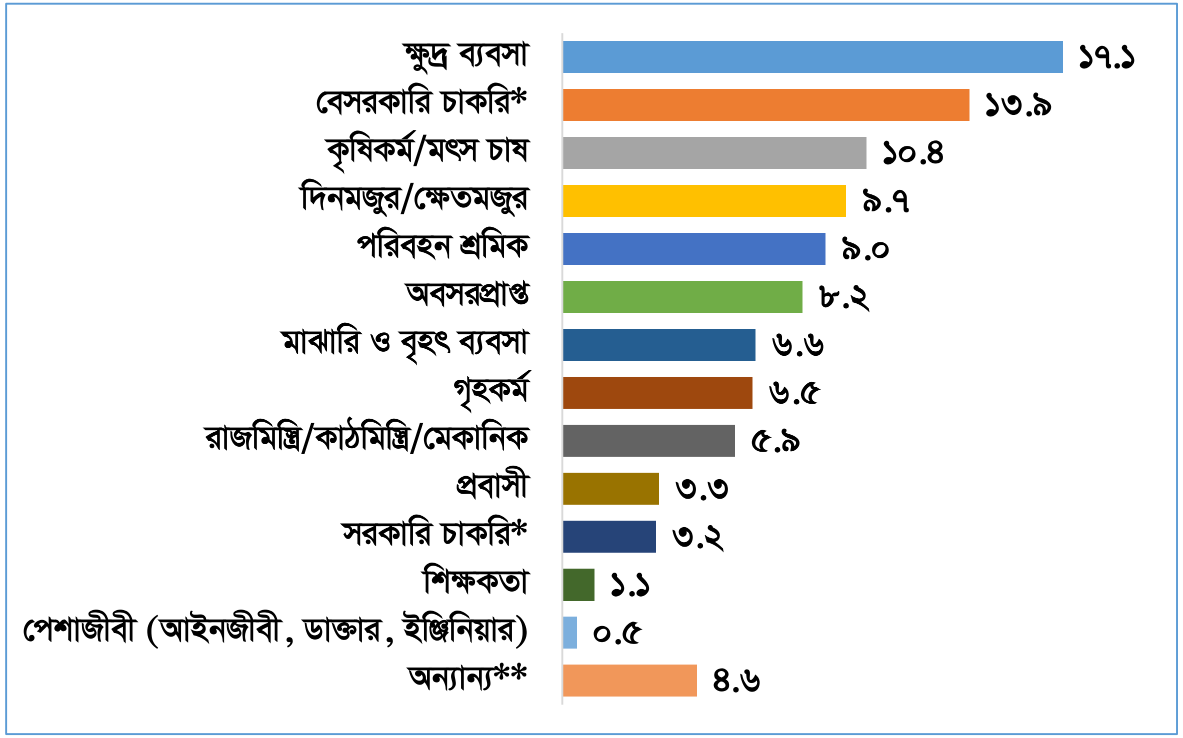

* শিক্ষকতা (সরকারি ও বেসরকারি) ও পেশাজীবী বাদে; ** জেলে, দর্জি, রিক্সা/ভ্যান চালক, পল্লিচিকিৎসক, গার্মেন্টস শ্রমিক, নাপিত, স্বর্ণকার, নৈশপ্রহরী ইত্যাদি

বিভিন্ন খাতে সেবাগ্রহীতা খানার হার

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)		
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
	সার্বিক	৯৯.৫	৯৯.৪	৯৯.৫
১	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৯৩.৫	৯২.৬	৯২.৯
২	শিক্ষা (সরকারি, এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি)	৭১.৮	৭২.৪	৭২.২
৩	ব্যাংকিং	৫৩.৭	৫৭.৫	৫৬.২
৪	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৬৮.৩	৪৫.০	৫৩.১
৫	বিদ্যুৎ	৫৭.৯	৪৫.৯	৫০*
৬	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৪৪.৩	৩৭.৩	৩৯.৭
৭	ভূমি সেবা	১৮.৩	১৩.২	১৪.৯
৮	বীমা	১৩.৪	১৫.৬	১৪.৮
৯	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৯.০	১০.৫	১০.০
১০	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৮.৬	৮.৮	৮.৭
১১	কৃষি	১৪.৬	২.৩	৬.৫
১২	বিচারিক সেবা	৭.৮	৫.৫	৬.৩
১৩	বিআরটিএ	৩.১	৭.৯	৬.৩
১৪	পাসপোর্ট	৫.৯	৬.১	৬.০
১৫	কর ও শুল্ক	১.৯	৬.১	৪.৬
১৬	গ্যাস	০.৮	৫.০	৩.৬
১৭	অন্যান্য (মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং, ওয়াসা ইত্যাদি)	৪৯.৫	৪১.১	৪৪.০

* বিদ্যুৎ সংযোগ আছে ৯৬.১% খানায়

বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার খানা (%)		
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
	সার্বিক	৭১.২	৭০.৭	৭০.৯
১	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭২.৭	৭৫.২	৭৪.৪
২	পাসপোর্ট	৮২.৯	৬৪.৩	৭০.৫
৩	বিআরটিএ	৭৬.৮	৬৬.৬	৬৮.৩
৪	বিচারিক সেবা	৫২.৬	৫৯.৯	৫৬.৮
৫	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৪৪.৮	৫০.৯	৪৮.৭
৬	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৮.২	৪৫.৪	৪৬.৬
৭	ভূমি সেবা	৪২.৮	৪৮.৮	৪৬.৩
৮	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩২.৪	৩৪.৮	৩৩.৯
৯	বিদ্যুৎ	৩৪.৯	৩২.৬	৩৩.৫
১০	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৩২.৮	২৫.২	২৭.৮
১১	কৃষি	২৫.৭	২০.৫	২৪.৫
১২	বীমা	১১.৮	২৬.৯	২২.২
১৩	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১০.২	২০.২	১৬.৩
১৪	গ্যাস	২৩.২	১৪.৫	১৫.২
১৫	ব্যাংকিং	৮.০	১৮.৫	১৫.০
১৬	কর ও শুল্ক	১৬.২	১১.৮	১২.৪
১৭	অন্যান্য (মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং, ওয়াসা ইত্যাদি)	১০.৫	২২.১	১৭.৫

বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার

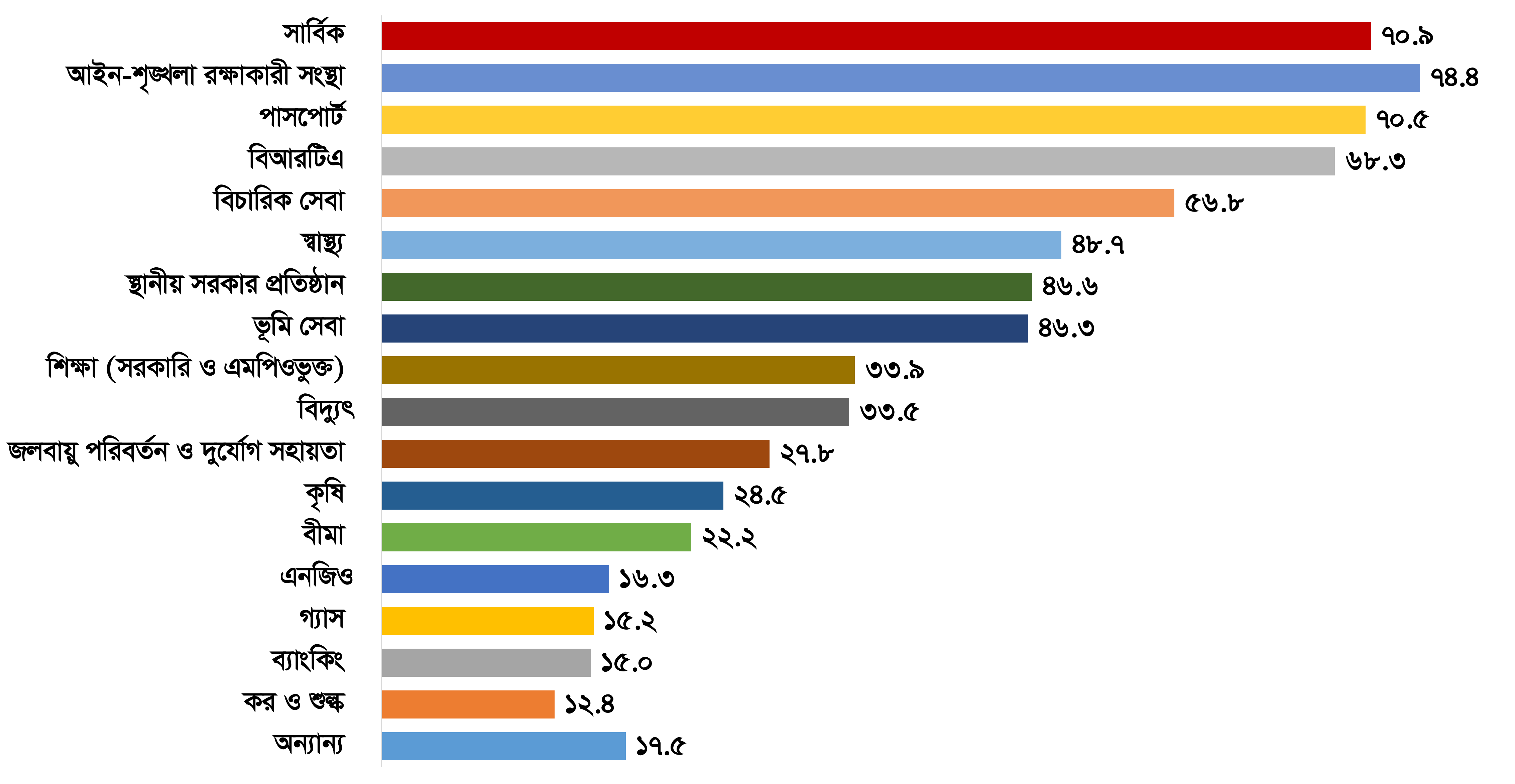

বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুষের* শিকার খানার হার

ক্রমিক নম্বর	খাত	ঘুষের শিকার খানা (%)		
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
	সার্বিক	৪৬.৫	৩৬.৬	৪০.১
১	পাসপোর্ট	৭৫.৩	৪৬.১	৫৫.৮
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫৮.০	৫৪.৬	৫৫.৭
৩	বিআরটিএ	৬৭.০	৪৬.৮	৫০.২
৪	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৭.৯	৩০.০	৩৩.৫
৫	ভূমি সেবা	৩১.৩	৩১.৭	৩১.৫
৬	বিচারিক সেবা	২২.৭	২৪.৫	২৩.৭
৭	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	১৯.৯	১৫.০	১৬.৯
৮	কর ও শুল্ক	১২.৭	১০.০	১০.৪
৯	বিদ্যুৎ	৯.৮	৬.৬	৭.৯
১০	গ্যাস	১৫.৪	৫.৬	৬.৪
১১	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৭.০	৫.৭	৬.২
১২	বীমা	৪.৪	৬.০	৫.৫
১৩	কৃষি	৪.৫	৬.৪	৪.৯
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৪.১	১.২	২.২
১৫	ব্যাংকিং	১.৮	০.৫	১.০
১৬	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	০.৪	০.৪	০.৪
১৭	অন্যান্য (মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং, ওয়াসা ইত্যাদি)	৫.১	৩.৭	৪.২

* ঘুষ বলতে বোঝানো হয়েছে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে দেওয়া অর্থ

বিভিন্ন সেবাখাতে গড় ঘুষের পরিমাণ

ক্রমিক	খাত	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)		
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
	সার্বিক	৪,৫৫৫	৮,০৫০	৬,৬৩৬
১	বীমা	৩৭,০৫৭	১৫,৮৯৭	২১,৭৬৫
২	বিচারিক সেবা	১২,২৪০	২৫,১৭৭	১৯,০৯৬
৩	গ্যাস	-*	-*	১১,৭১০**
৪	ভূমি সেবা	৭,৪৪৩	৭,১৫৪	৭,২৭১
৫	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫,৭১৬	৭,১৭০	৬,৬৯৮
৬	বিআরটিএ	৪,৪৪২	৫,৩৪৬	৫,১৪৭
৭	পাসপোর্ট	৫,২২৯	৪,৯১৫	৫,০৫৫
৮	কর ও শুল্ক	২,৬০০**	৫,২১০**	৪,৭৮৮
৯	ব্যাংকিং	৫,৭৫১	২,১৩৫	৪,৬৬০
১০	বিদ্যুৎ	২,৩২৯	৪,২৩৭	৩,২৮৬
১১	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৩,৫৪৪	৭০৪	১,৮৭৯
১২	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	১,৯২১	১৫৬	১,৩৬৫
১৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৮৭৯	১,১৪৮	১,০১২
১৪	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৮৩	৭৯৬	৭০২
১৫	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৭৪৩	৬৩৭	৬৮০
১৬	কৃষি	২৮২	২২৪	২৬৬
১৭	অন্যান্য (মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং, ওয়াসা ইত্যাদি)	২,১৪১	৩,৩৬৬	২,৭১১

* অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয় নি; ** সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ণীত

বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

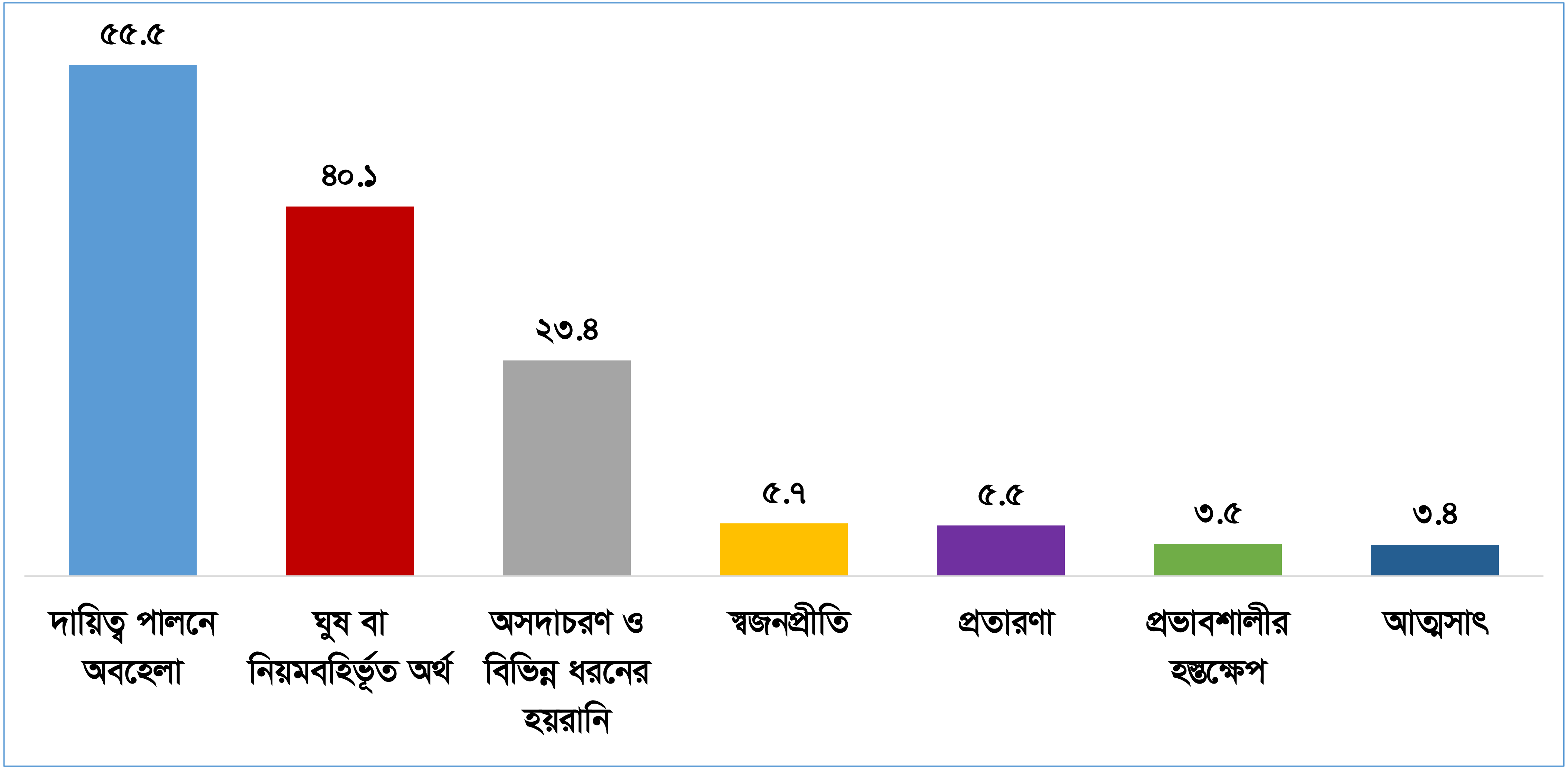

ঘুষের শিকার হওয়া খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ (%)

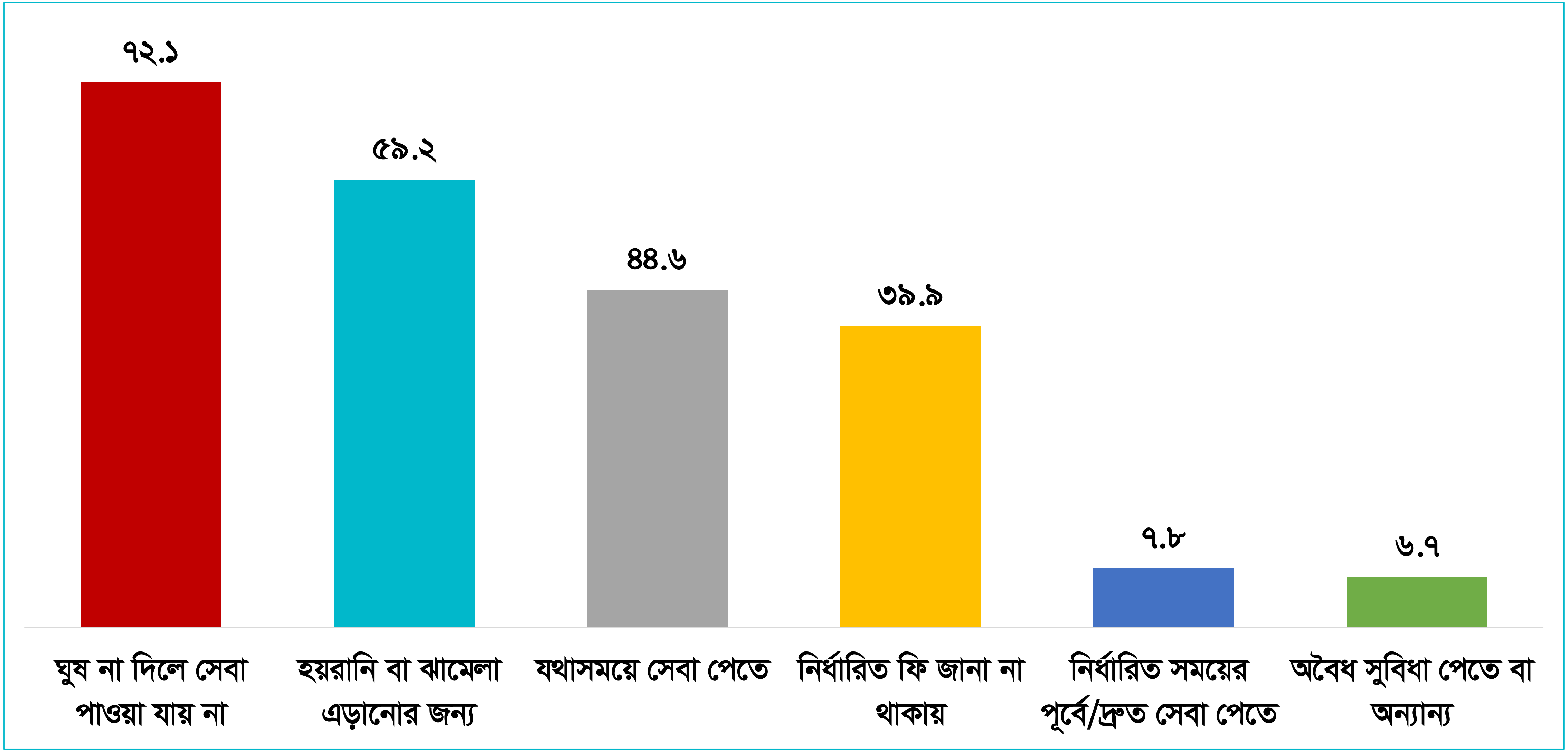

খানাপ্রধানের লিঙ্গভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার* (%)

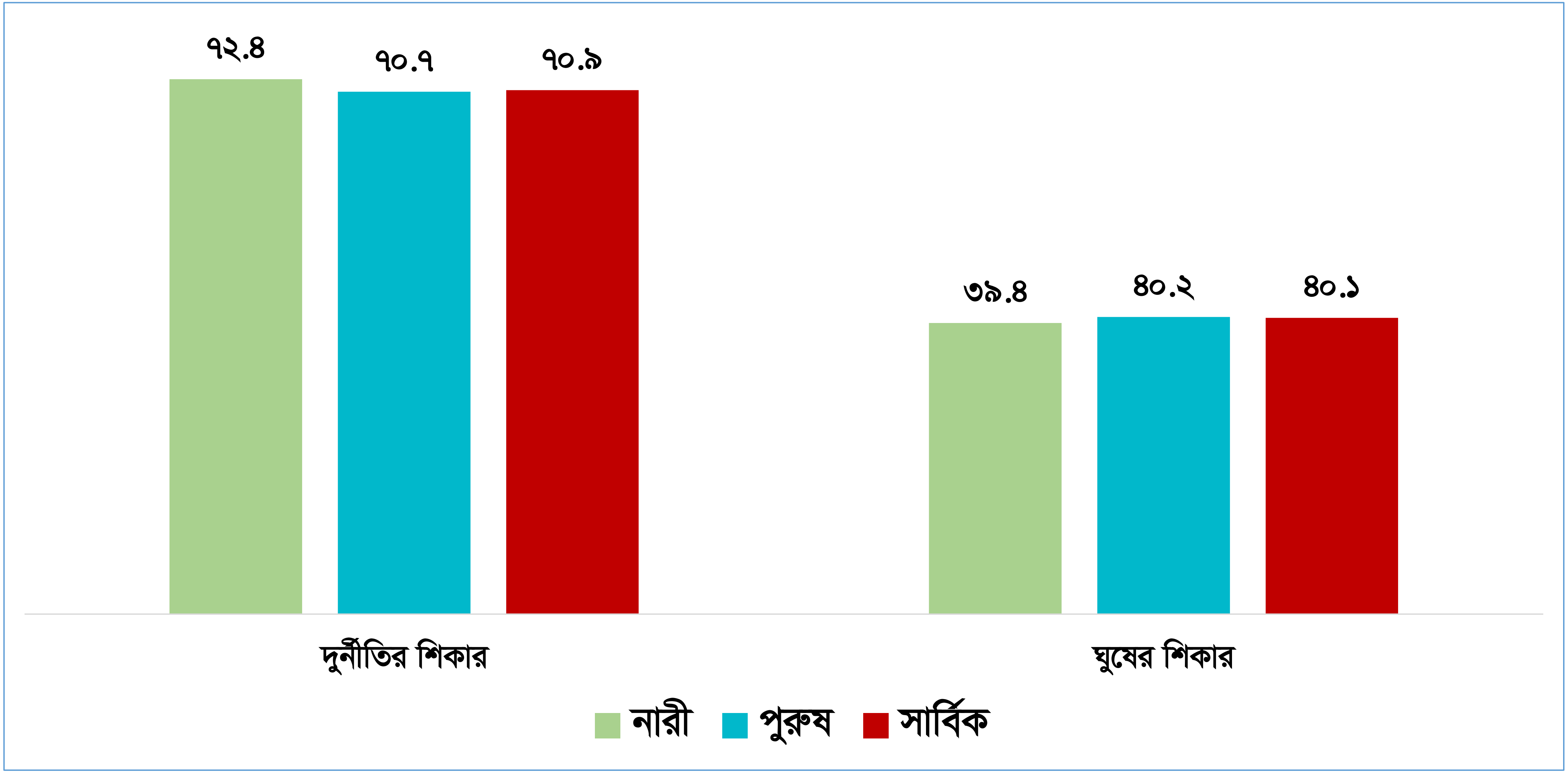

* ‘z-test’ অনুযায়ী খানাপ্রধানের লিঙ্গভেদে খানার দুর্নীতি ও ঘুষের মাত্রায় উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় নি

খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার* (%)

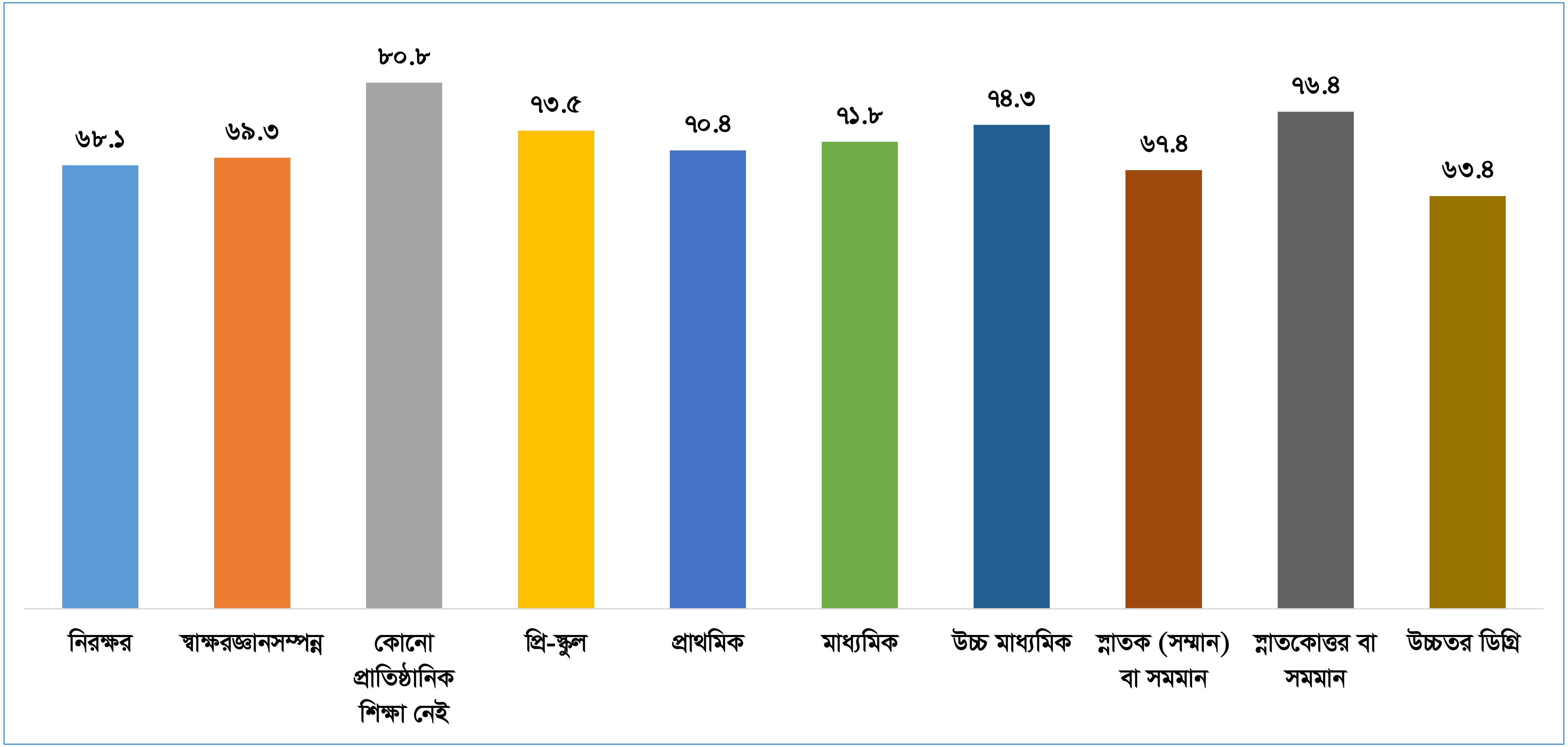

* ‘z-test’ অনুযায়ী খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে খানার দুর্নীতির মাত্রায় উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না

খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার* (%)

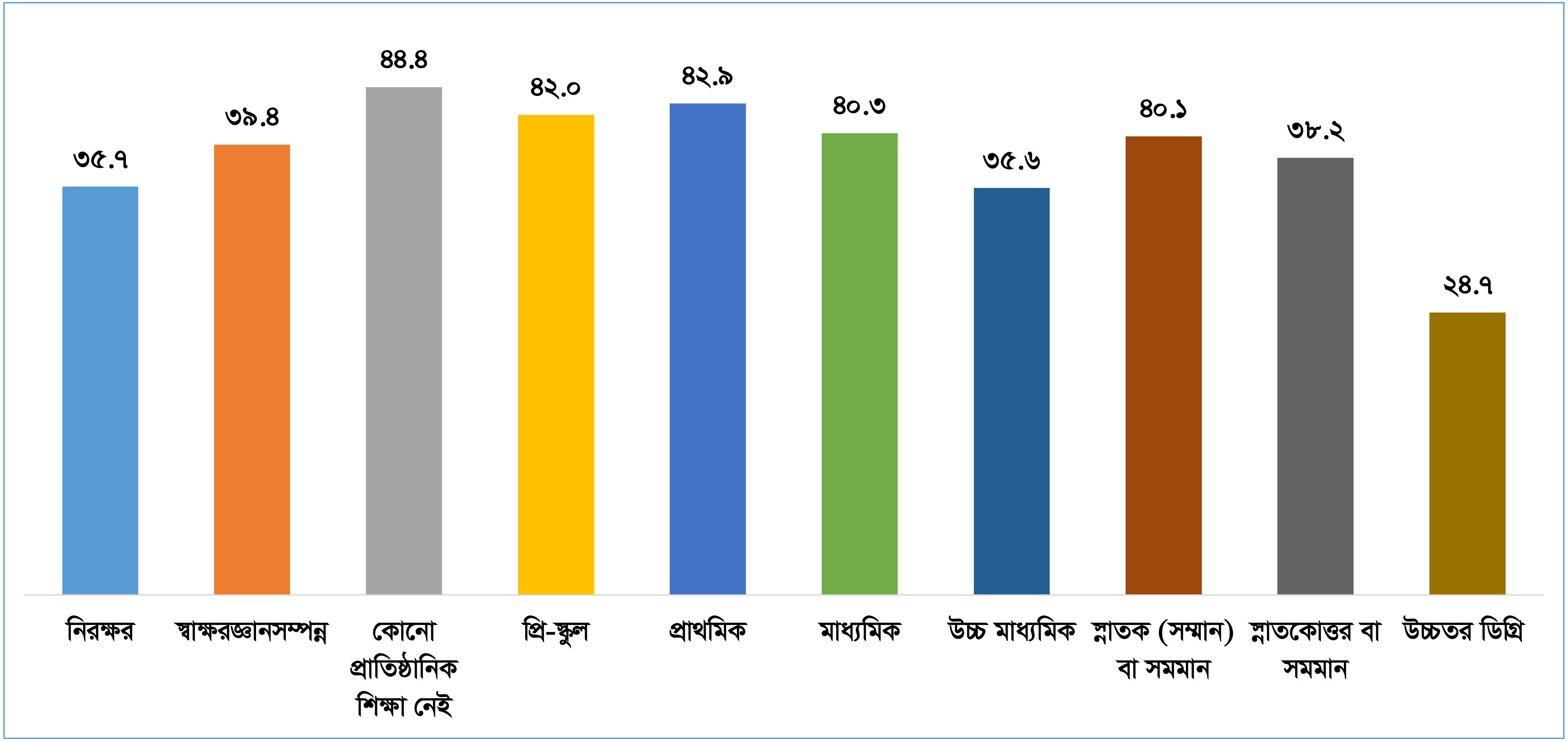

* 'z-test' অনুযায়ী খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে খানার ঘুষের মাত্রায় উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না

খানাপ্রধানের পেশাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার*** (%)

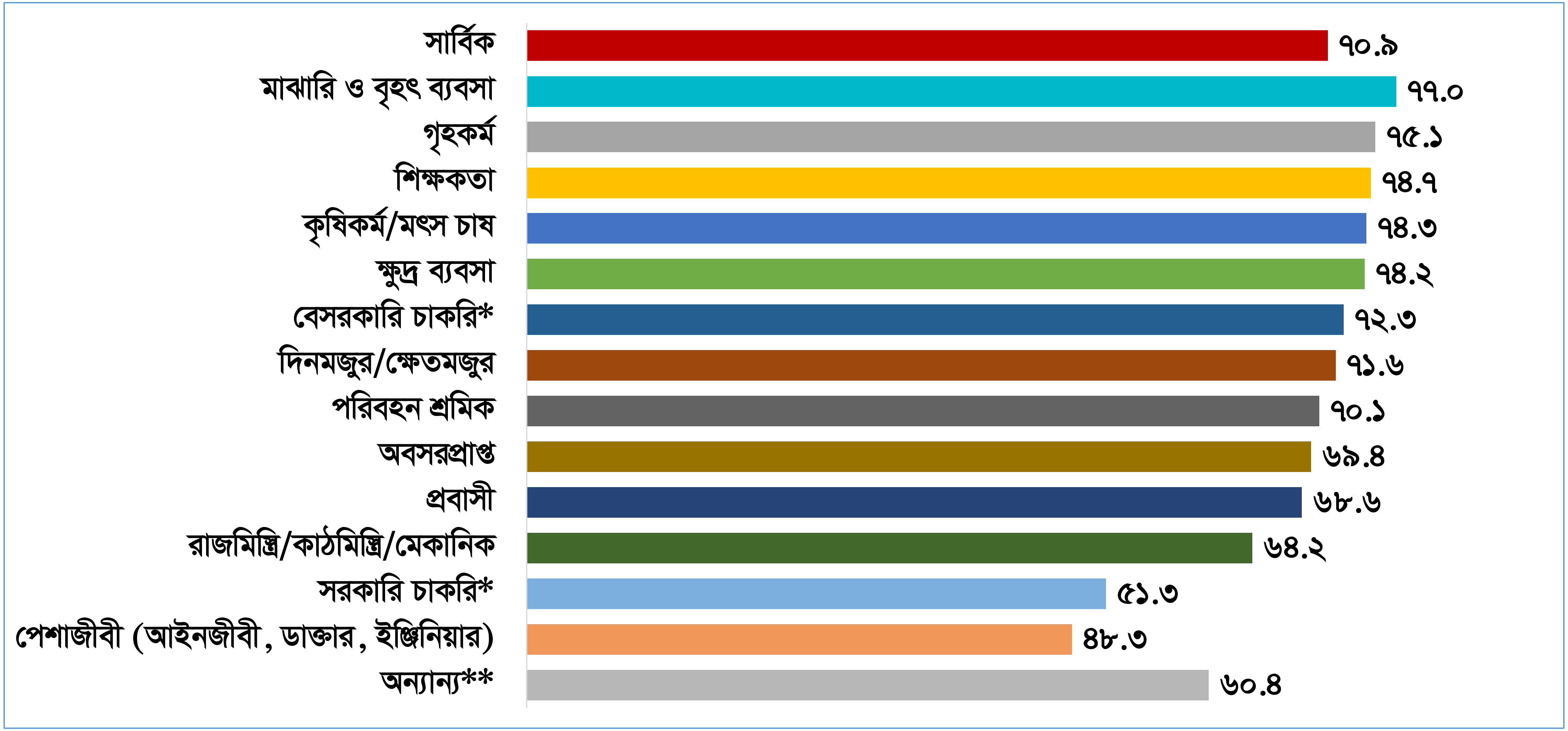

*শিক্ষকতা (সরকারি ও বেসরকারি) ও পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার) বাদে

**জেলে, দর্জি, রিক্সা/ভ্যান চালক, পল্লিচিকিৎসক, গার্মেন্টস শ্রমিক, নাপিত, স্বর্ণকার, নৈশপ্রহরী ইত্যাদি

*** 'z-test' অনুযায়ী খানাপ্রধানের পেশাগত যোগ্যতাভেদে খানার দুর্নীতির মাত্রায় উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না

খানাপ্রধানের পেশাভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার*** (%)

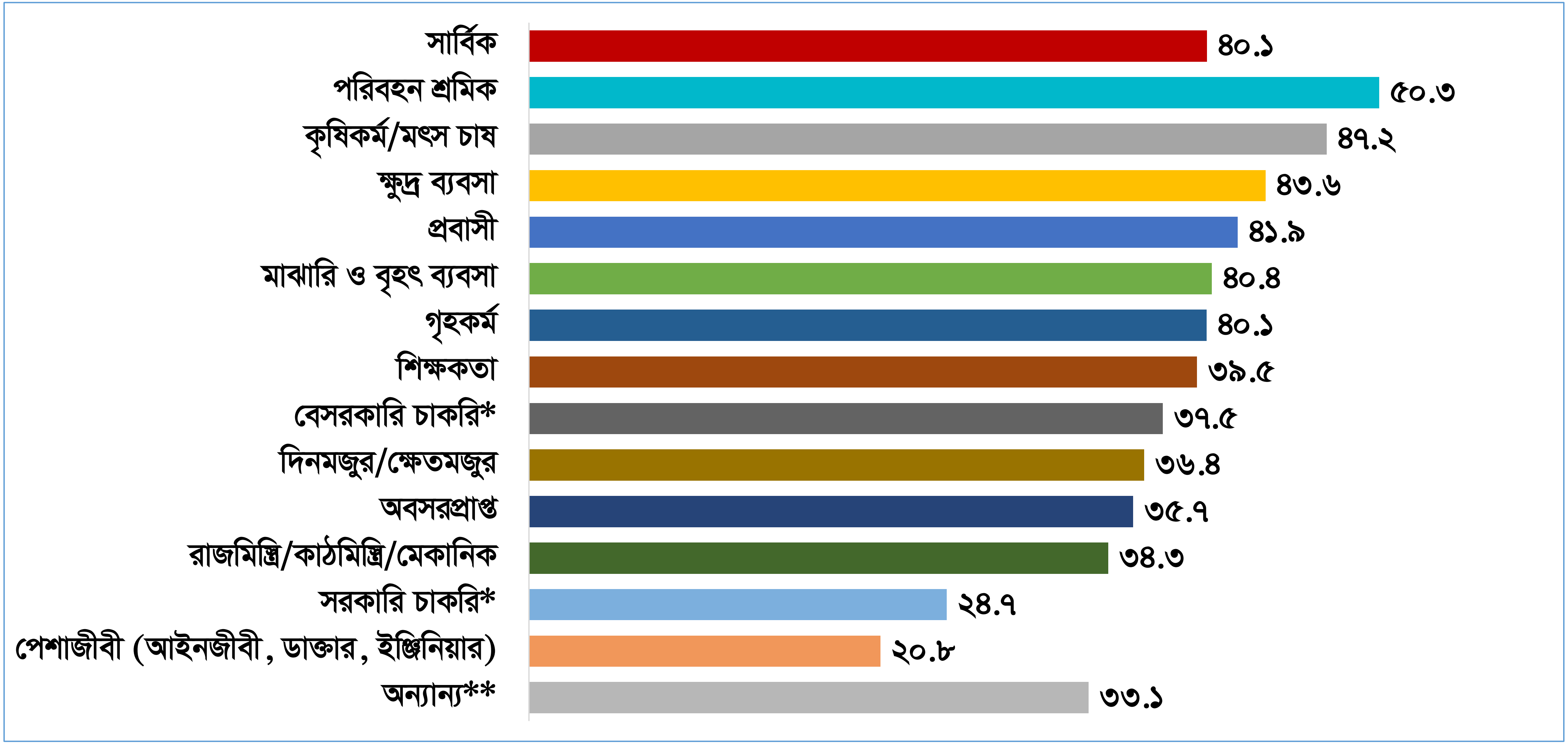

*শিক্ষকতা (সরকারি ও বেসরকারি) ও পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার) বাদে

**জেলে, দর্জি, রিক্সা/ভ্যান চালক, পল্লিচিকিৎসক, গার্মেন্টস শ্রমিক, নাপিত, স্বর্ণকার, নৈশপ্রহরী ইত্যাদি

*** ‘z-test’ অনুযায়ী খানাপ্রধানের পেশাগত যোগ্যতাভেদে খানার ঘুষের মাত্রায় উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না

খানাপ্রধানের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার* (%)

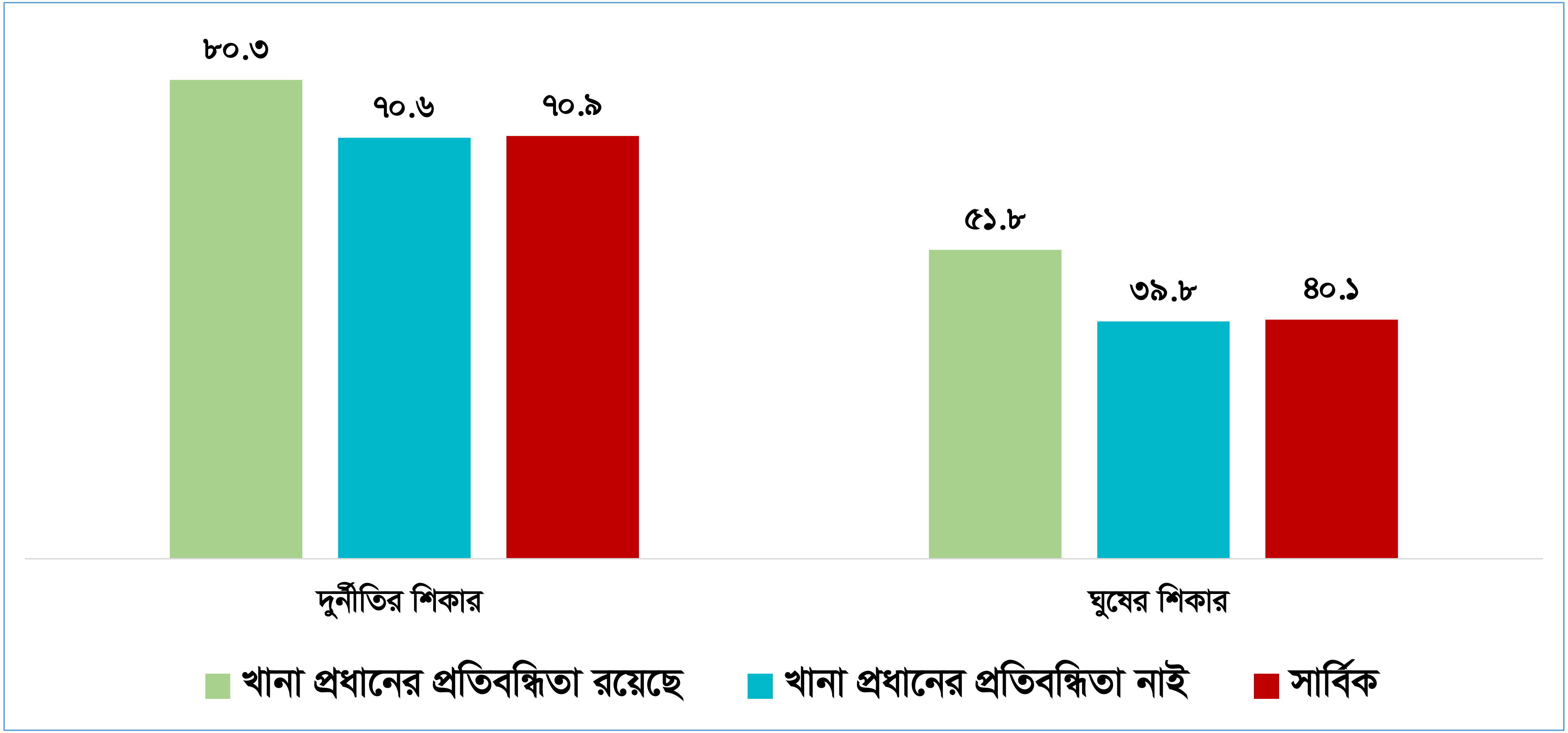

*'z-test' অনুযায়ী যেসব খানাপ্রধানের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে সেসব খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি

আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা

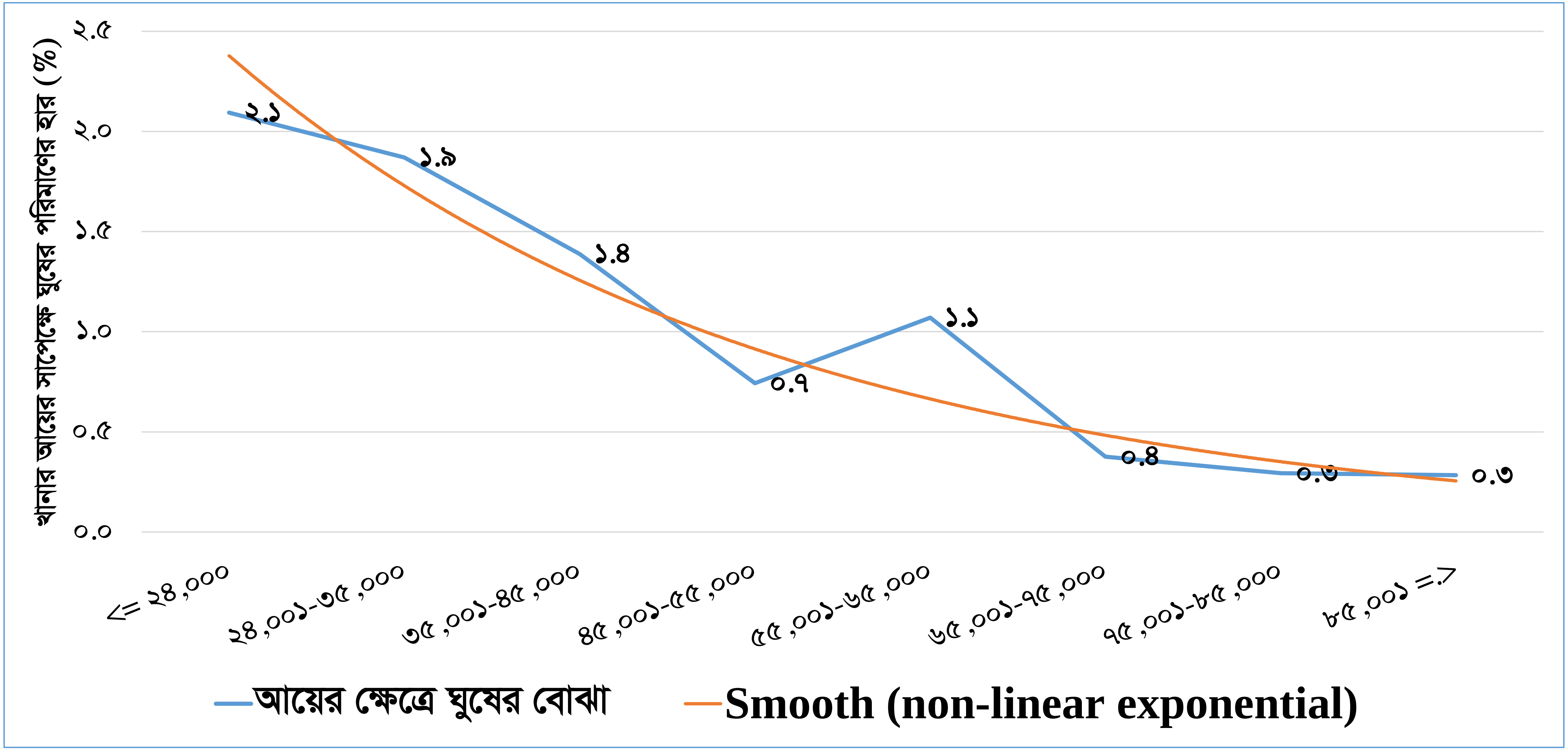

ব্যয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা

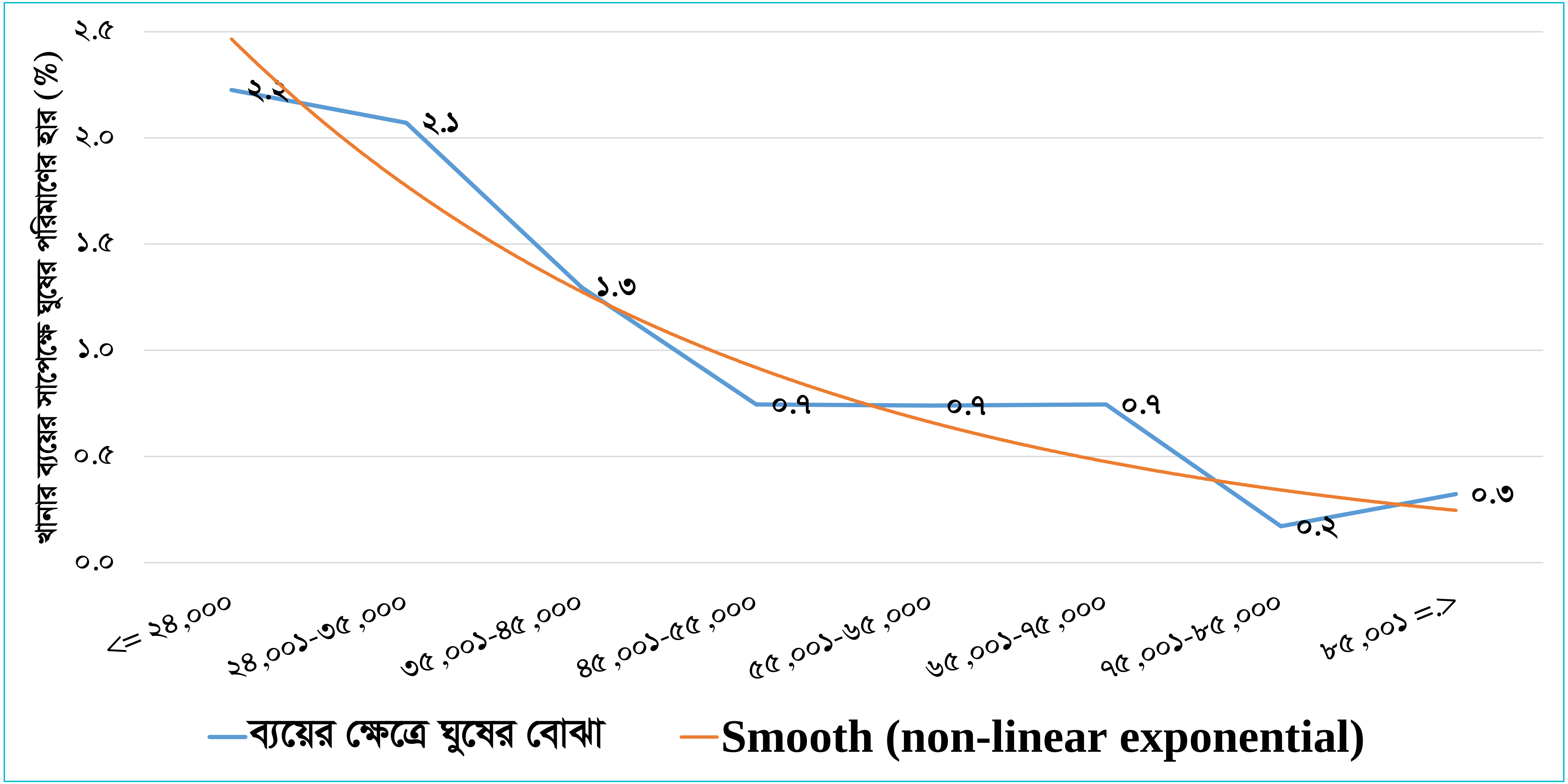

সেবাগ্রহীতার লিঙ্গভেদে দুর্নীতির শিকার* (%): নারী বনাম পুরুষ

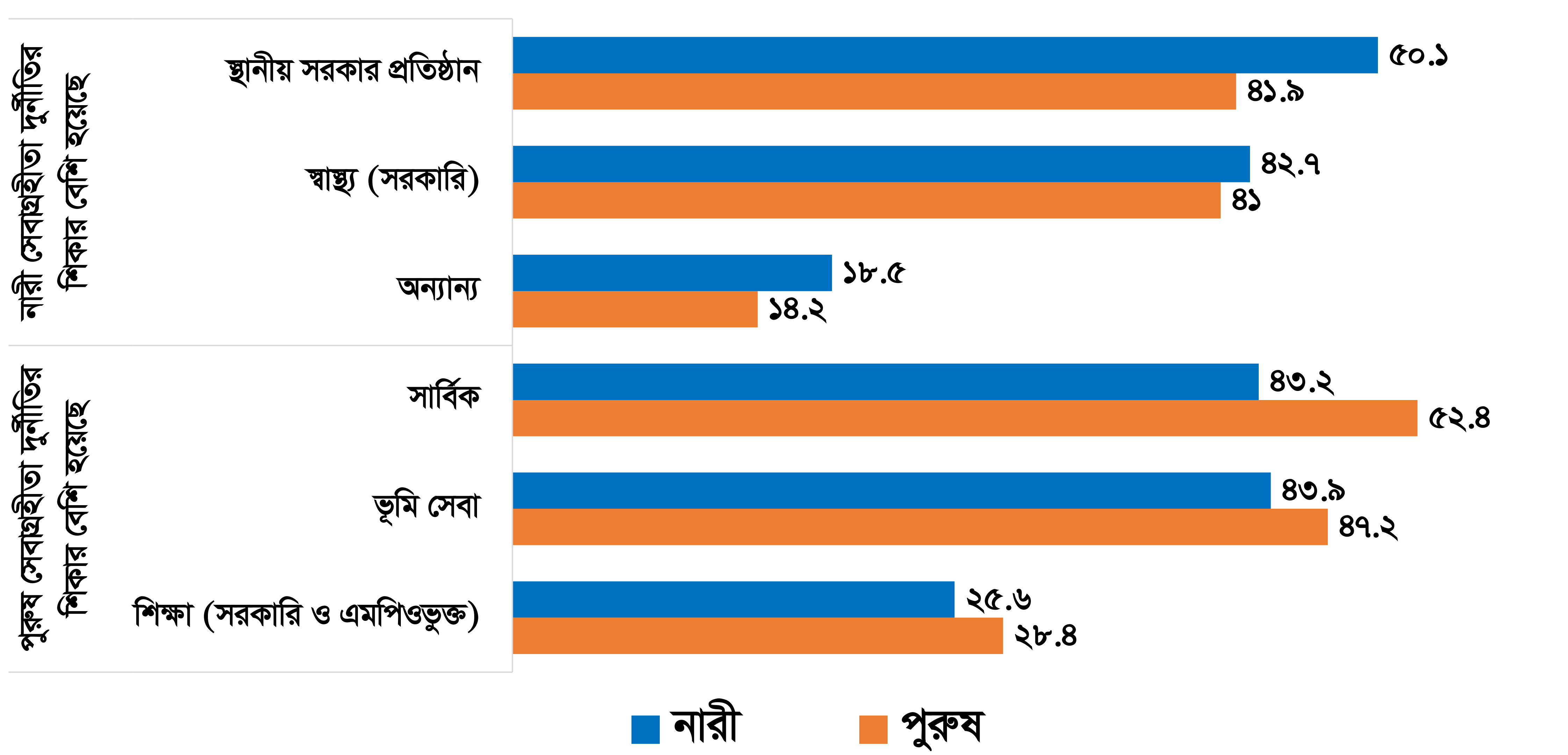

* 'Chi-square test' অনুযায়ী সার্বিকভাবে ও উপরোক্ত খাতগুলোতে নারী-পুরুষের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারে তারতম্য লক্ষ করা যায়

সেবাগ্রহীতার লিঙ্গভেদে দুর্নীতির শিকার* (%): নারী বনাম পুরুষ ...

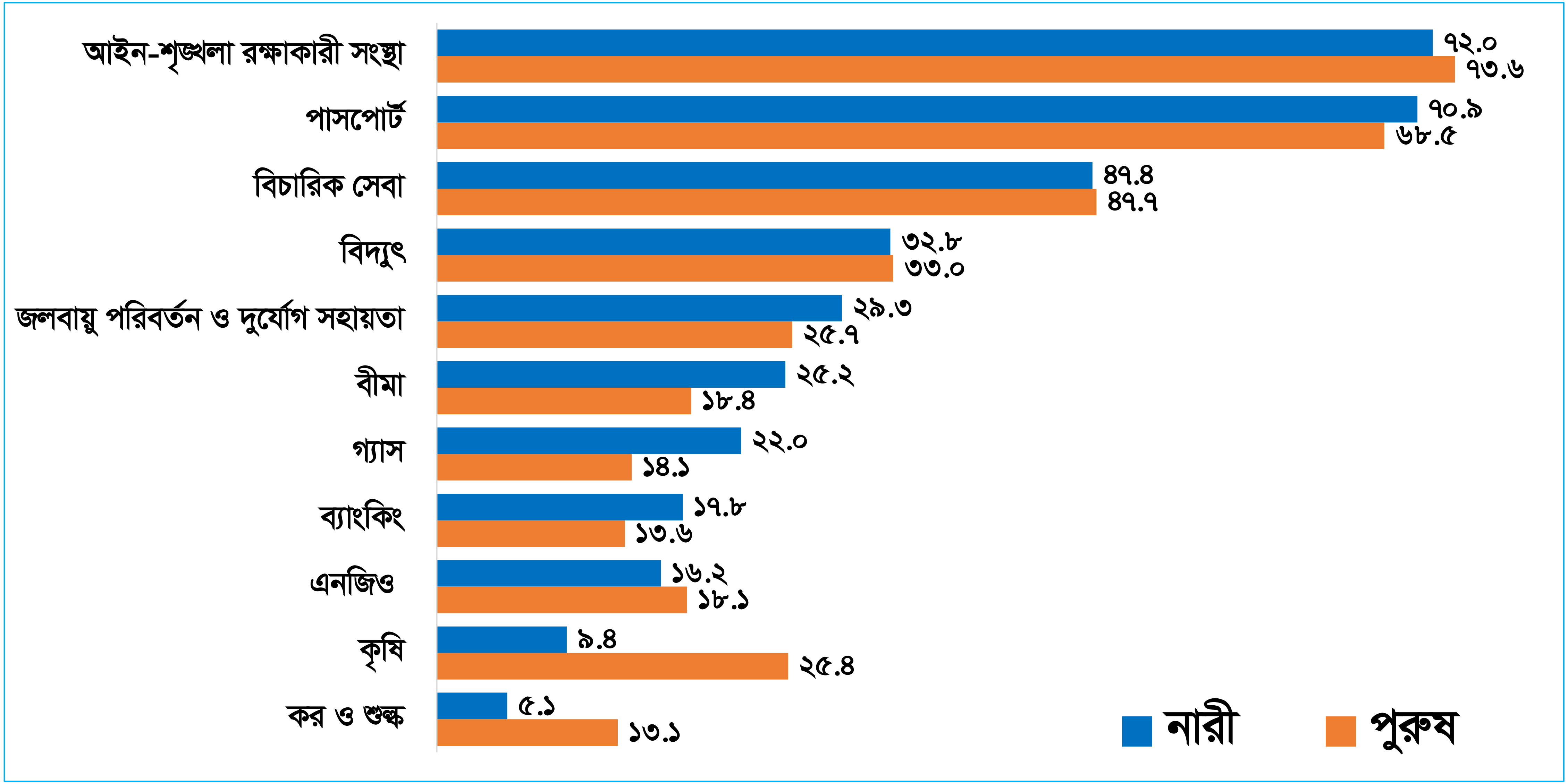

* 'Chi-square test' অনুযায়ী উপরোক্ত খাতগুলোতে নারী-পুরুষের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারে তারতম্য লক্ষ করা যায় নি

সেবাগ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার* (%)

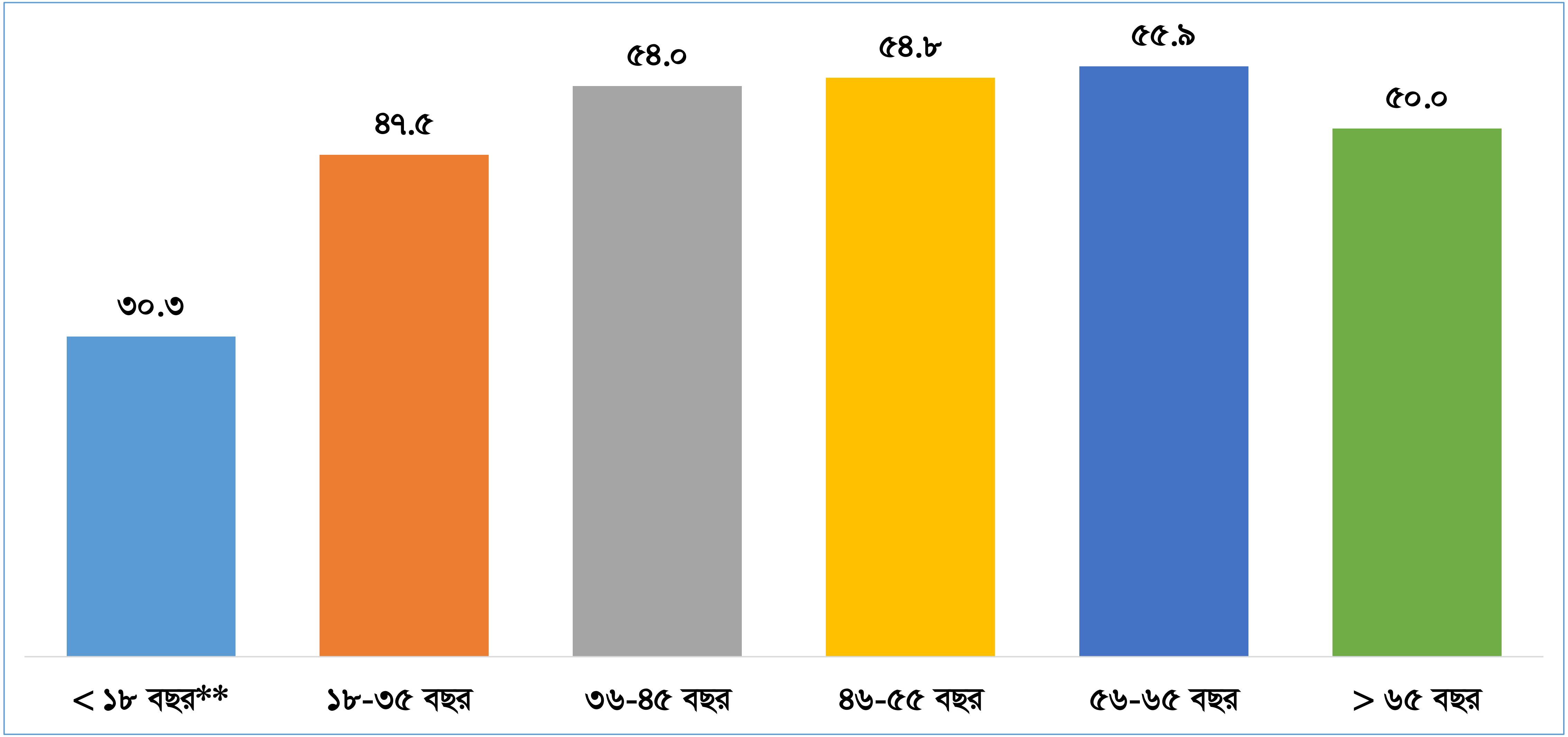

* 'Chi-square test' অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছর বয়সের সেবাগ্রহীতারা অন্যান্য বয়স শ্রেণির তুলনায় কম দুর্নীতির শিকার হয়

**১৮ বছরের নিচের সেবাগ্রহীতারা (মোট সেবাগ্রহীতার ১৩.৭%) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে জন্ম নিবন্ধন সেবাসহ অন্যান্য সেবা নিয়েছে

সেবাগ্রহণকারীর বয়সভেদে বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%)

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবাগ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%)					
		< ১৮ বছর	১৮-৩৫ বছর	৩৬-৪৫ বছর	৪৬-৫৫ বছর	৫৬-৬৫ বছর	>৬৫ বছর
	সার্বিক	৩০.৩	৪৭.৫	৫৪.০	৫৪.৮	৫৫.৯	৫০.০
১	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	২৭.২	২৪.৫	৩২.৭	২৯.১	২২.৪	৩৬.৪
২	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩২.২	৪১.৮	৪১.৫	৪২.০	৪৬.২	৪১.৪
৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৬৮.৩	৪৮.৬	৪৪.৯	৪৪.৮	৩৬.০	২৫.৫
৪	ভূমি সেবা	*	৪২.০	৪৭.৭	৫২.৯	৪৪.০	৪২.৪
৫	কৃষি	*	২৬.৬	২৭.৯	২১.৫	২২.৮	১৬.৬
৬	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	*	৭৩.৭	৮০.১	৬৫.৫	৭৩.১	৬৯.৬
৭	বিচারিক সেবা	*	৪৫.৯	৪০.৩	৩৯.৯	৬৫.০	৫০.২
৮	বিদ্যুৎ	**	৩২.৪	৩১.৬	৩৪.১	৩৬.৬	৩০.০
৯	ব্যাংকিং	৪.৫	১৫.৩	১৪.৫	১৪.০	১৫.৬	১৭.৯
১০	বিআরটিএ	**	৬৯.৫	৬৪.৪	৬৯.৮	৪৩.০	*
১১	কর ও শুল্ক	**	১০.১	১২.১	৫.৯	২৭.৪	**
১২	এনজিও	৩৭.৫	১৩.৮	১৮.৩	২০.৮	২১.৯	১১.৬
১৩	পাসপোর্ট	*	৭৮.২	৭৩.৪	৪৩.৪	৬৮.৪	*
১৪	বীমা	**	২১.১	২৭.৯	১৯.০	১৩.৫	৪.১
১৫	গ্যাস	**	১৮.৮	৫.০	২২.৫	১৫.২	*
১৬	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	*	৩০.৬	২৫.৫	২৩.৮	২১.১	৩৩.৯
১৭	অন্যান্য	৩.০	১৪.৯	১৮.৭	১৩.৬	১০.৮	২১.৭

* অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয় নি; ** উপাত্ত নেই

দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের সংশ্লিষ্ট তথ্য

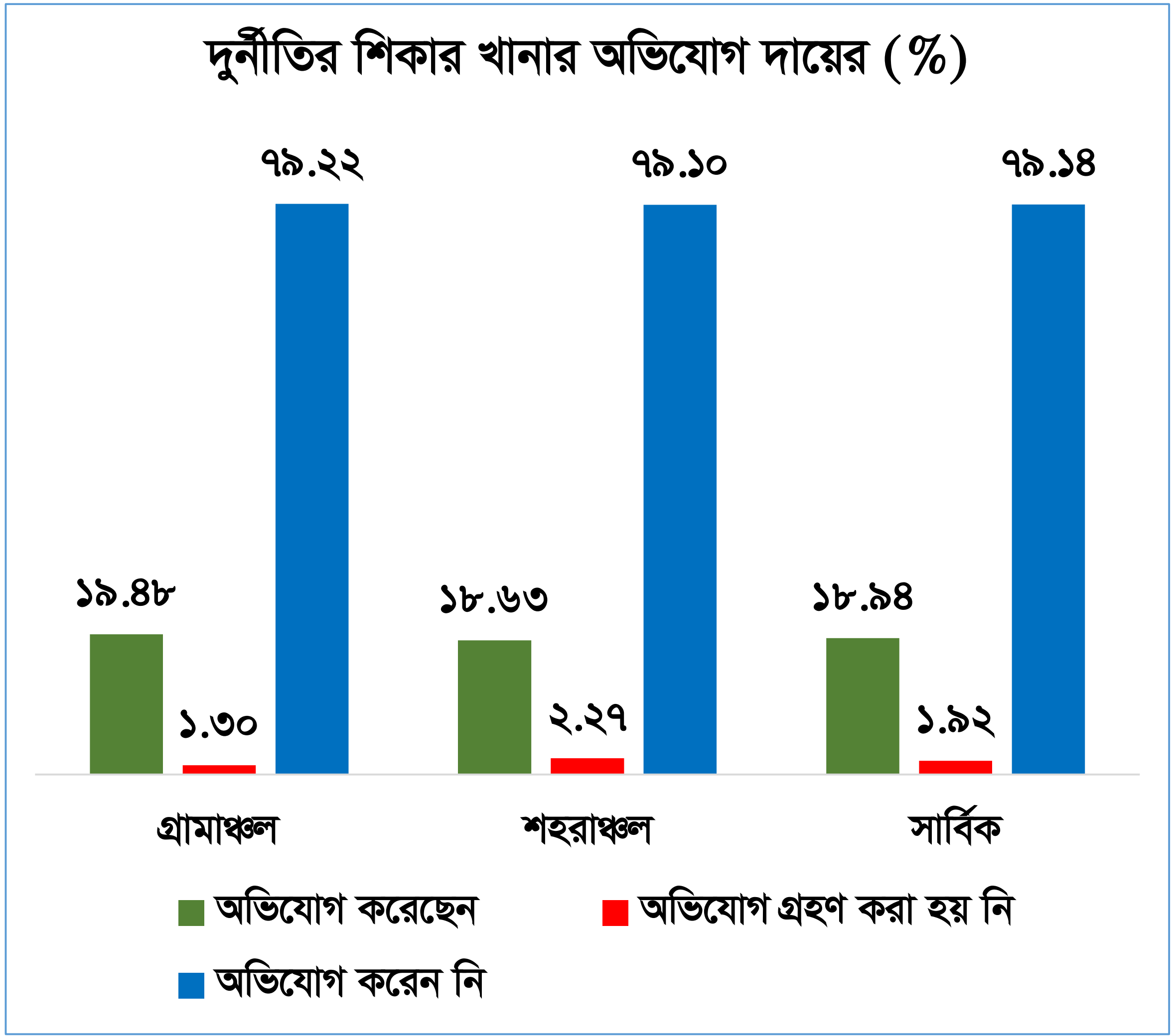

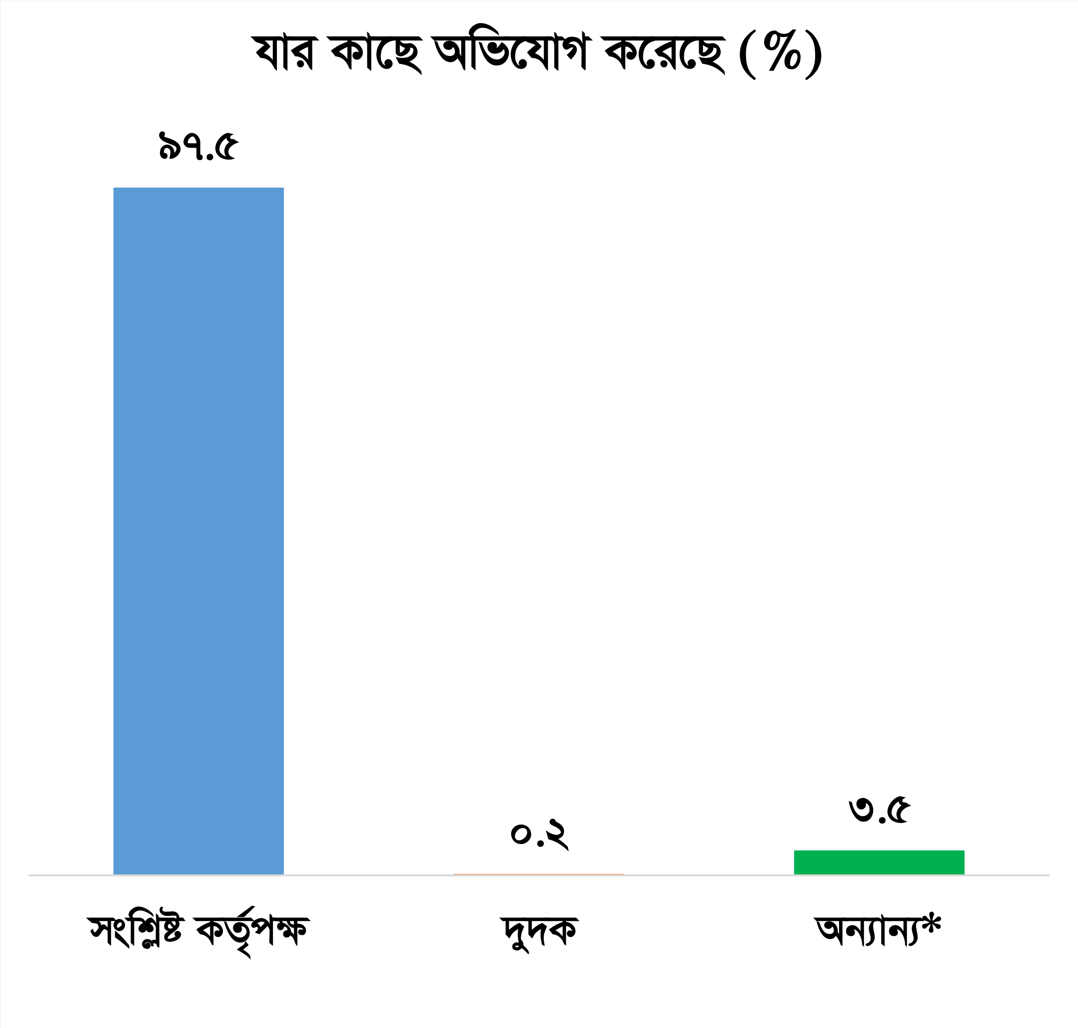

* অন্যান্য (চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, সাংবাদিক ইত্যাদি ব্যক্তি এবং থানা, ইউএনও, ডিসি অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান)

দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ (%)

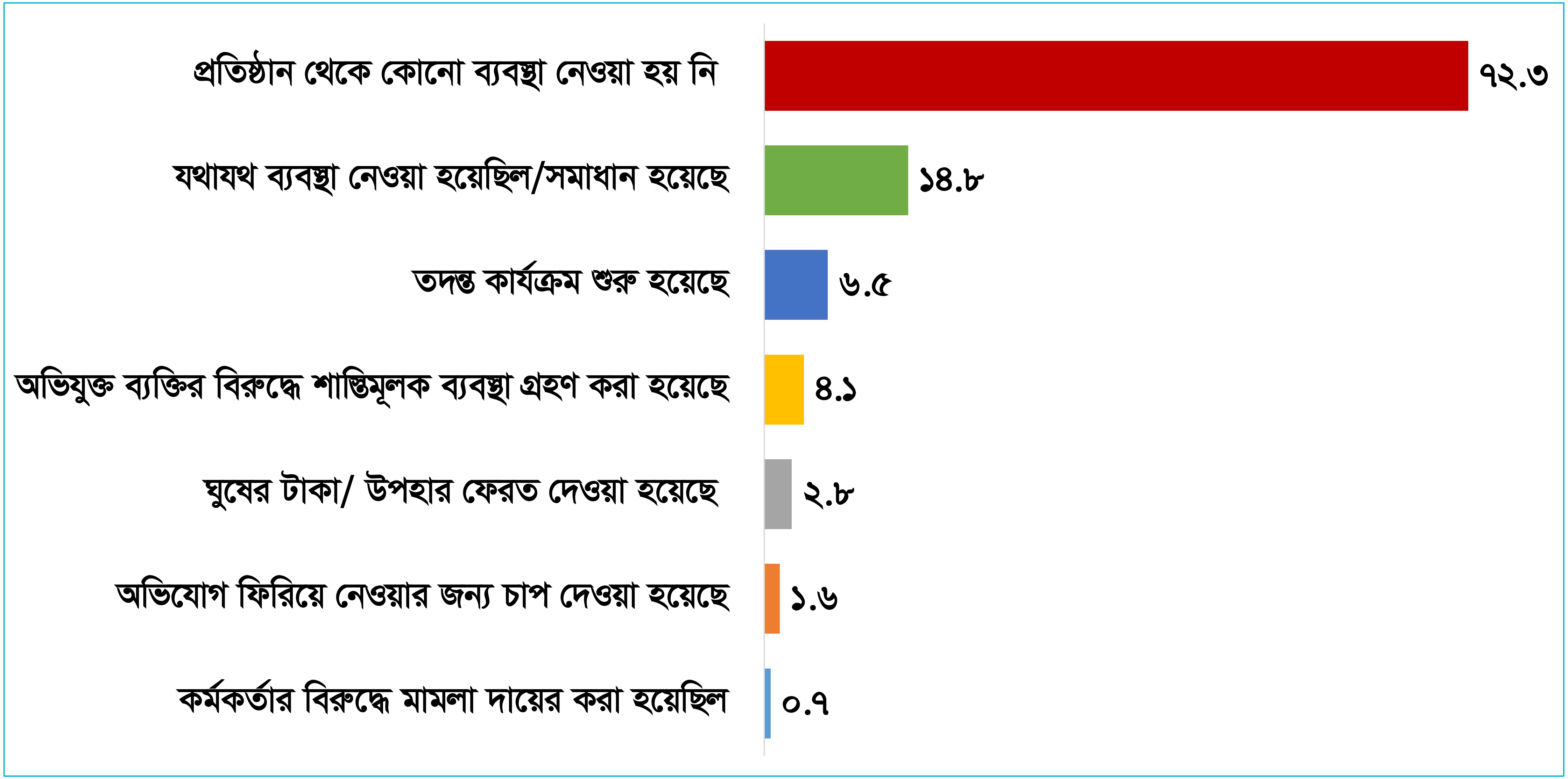

দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের না করার কারণ (%)

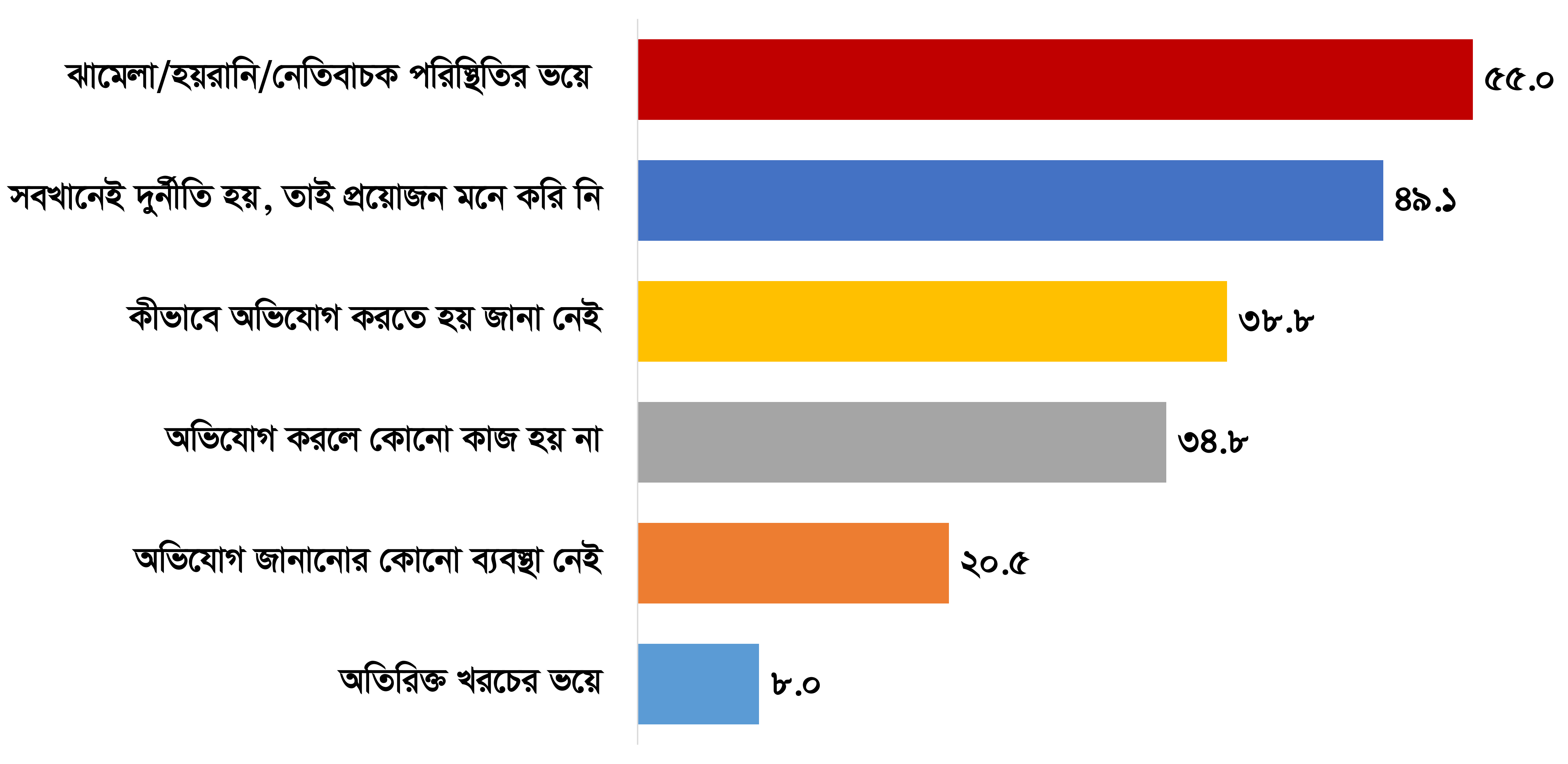

খাতভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক* চিত্র: ২০১৭-২০২১

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)	
		২০১৭	২০২১
	সার্বিক	৬৬.৫	৭০.৮
১	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭২.৫	৭৪.৪
২	পাসপোর্ট	৬৭.৩	৭০.৫
৩	বিআরটিএ	৬৫.৪	৬৮.৩
৪	বিচারিক সেবা	৬০.৫	৫৬.৮
৫	ভূমি সেবা	৪৪.৯	৪৬.৩
৬	কর ও শুল্ক	১১.১	১২.৪
৭	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৪২.৫	৪৮.৭
৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৬.৭	৪৬.৬
৯	বীমা	১২.৩	২২.২
১০	এনজিও	৫.৪	১৬.৩
১১	ব্যাংকিং	৫.৭	১৫.০
১২	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪২.৯	৩৩.৯
১৩	বিদ্যুৎ	৩৮.৯	৩৩.৫
১৪	কৃষি	৪১.৬	২৪.৫
১৫	গ্যাস	৩৮.৩	১৫.২
১৬	অন্যান্য (মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং, ওয়াসা ইত্যাদি)	২২.০	১৭.৫

*কোভিড-১৯ থাকার কারণে সেবা ও অনিয়ম দুর্নীতির ধরন পরিবর্তন হয়েছে এবং মানুষের সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে অভ্যাসগত পরিবর্তন হয়েছে। এ কারণে ২০১৭ ও ২০২১ এর তুলনা করার সময় একই খাত ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কালো সংখ্যা দিয়ে 'z-test' অনুযায়ী পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ (significant) নয়, লাল দিয়ে বৃদ্ধি এবং সবুজ দিয়ে হ্রাস বোঝাচ্ছে

বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%): ২০১৭-২০২১

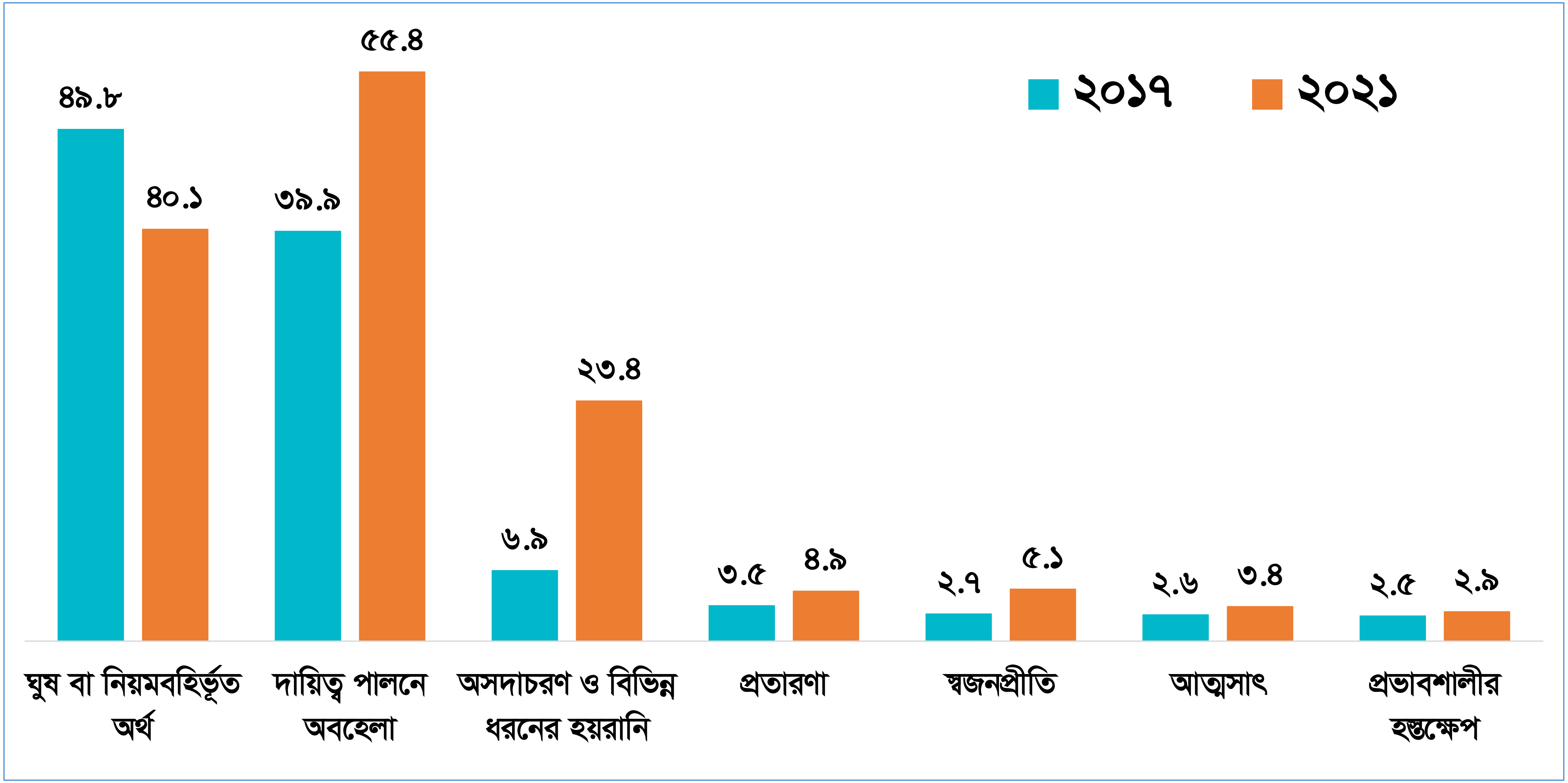

খাতভেদে ঘুষের শিকার খানার হারের তুলনামূলক* চিত্র: ২০১৭ -২০২১

ক্রমিক নম্বর	খাত	ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)	
		২০১৭	২০২১
	সার্বিক	৪৯.৮	৪০.১
১	পাসপোর্ট	৫৯.৩	৫৫.৮
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬০.৭	৫৫.৭
৩	বিআরটিএ	৬৩.১	৫০.২
৪	ভূমি সেবা	৩৭.৯	৩১.৫
৫	কর ও শুল্ক	৯.৪	১০.৪
৬	বীমা	৪.৯	৫.৫
৭	ব্যাংকিং	১.১	১.০
৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১৮.৩	৩৩.৫
৯	বিচারিক সেবা	৩২.৮	২৩.৭
১০	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩৪.১	১৬.৯
১১	বিদ্যুৎ	১৮.৬	৭.৯
১২	গ্যাস	১১.৯	৬.৪
১৩	স্বাস্থ্য	১৯.৮	৬.২
১৪	কৃষি	৩০.৫	৪.৯
১৫	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১.৫	০.৪
১৬	অন্যান্য (মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং, ওয়াসা ইত্যাদি)	৫.৭	৪.২

*২০১৭ ও ২০২১ এর তুলনা করার সময় একই খাত ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ‘z-test’ অনুযায়ী কালো সংখ্যা দিয়ে ২০১৭ সালের সাথে তুলনায় পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ (significant) নয়, লাল দিয়ে বৃদ্ধি এবং সবুজ দিয়ে হ্রাস বোঝাচ্ছে

ঘুষের শিকার হওয়া খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ (%): ২০১৭-২০২১

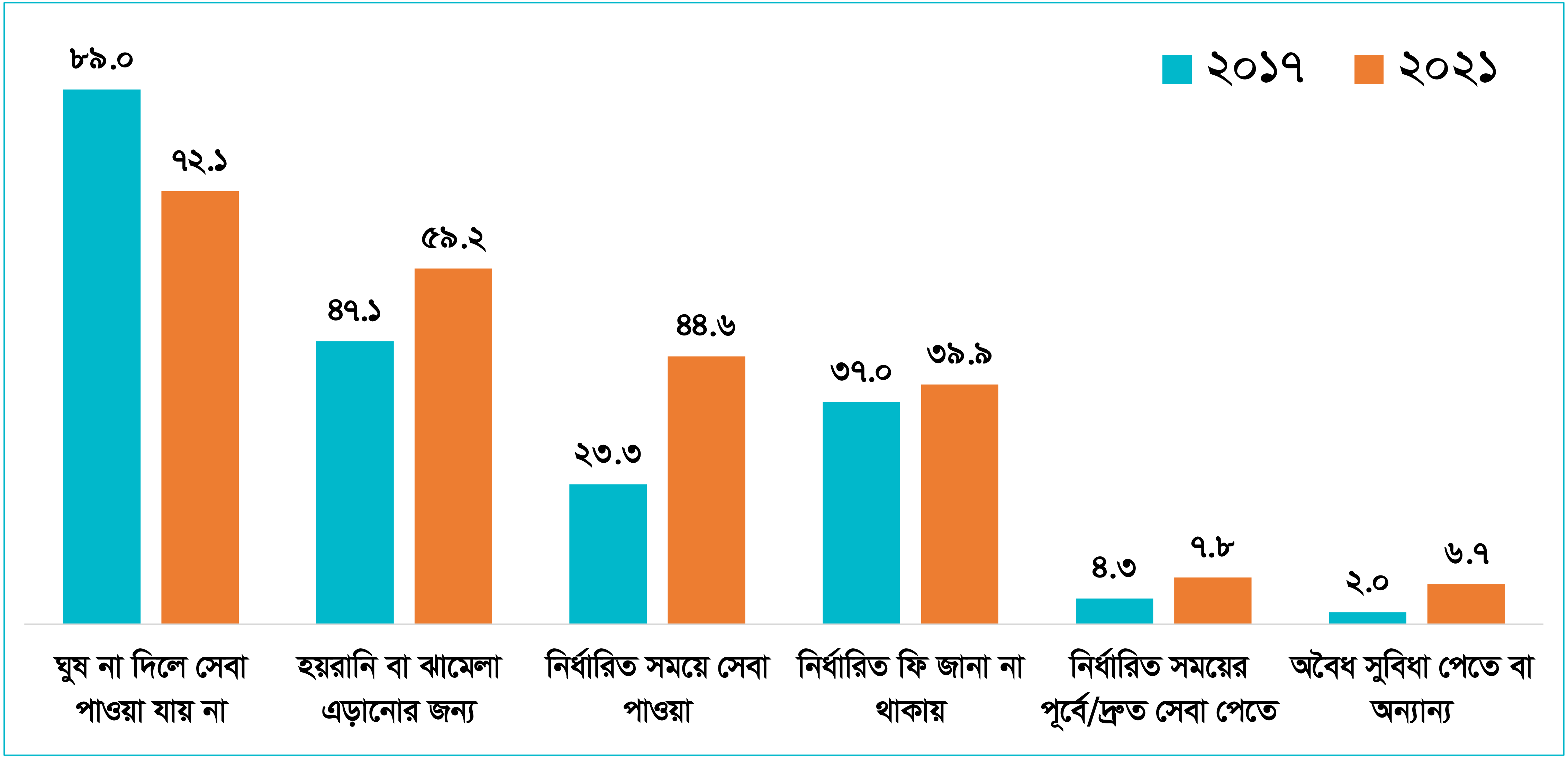

দুর্নীতির শিকার খানার হারের (%) তুলনামূলক চিত্র (২০১২ থেকে ২০২১)

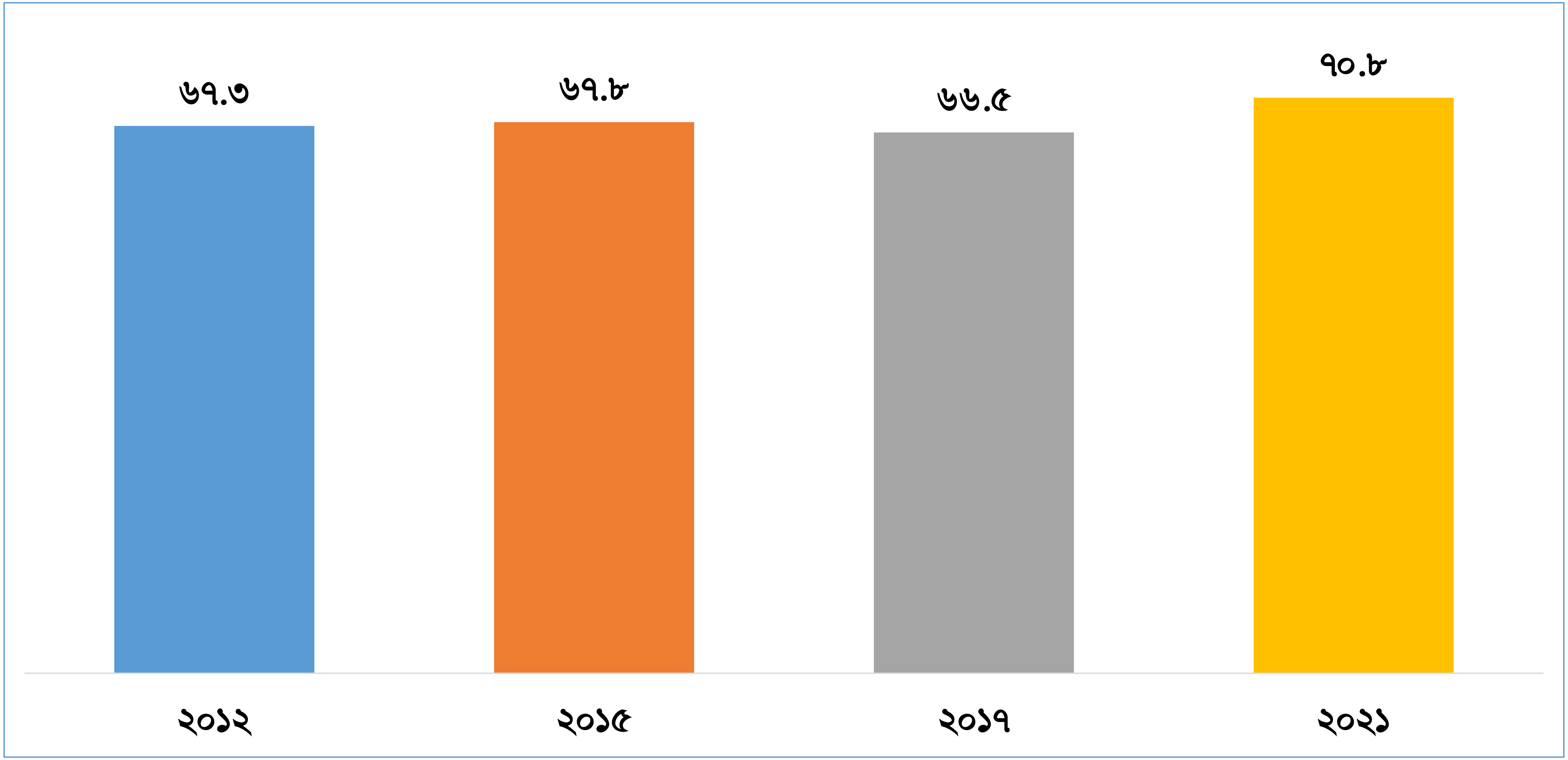

গড় ঘুষের পরিমাণের (টাকা) তুলনামূলক চিত্র (২০১২ থেকে ২০২১)

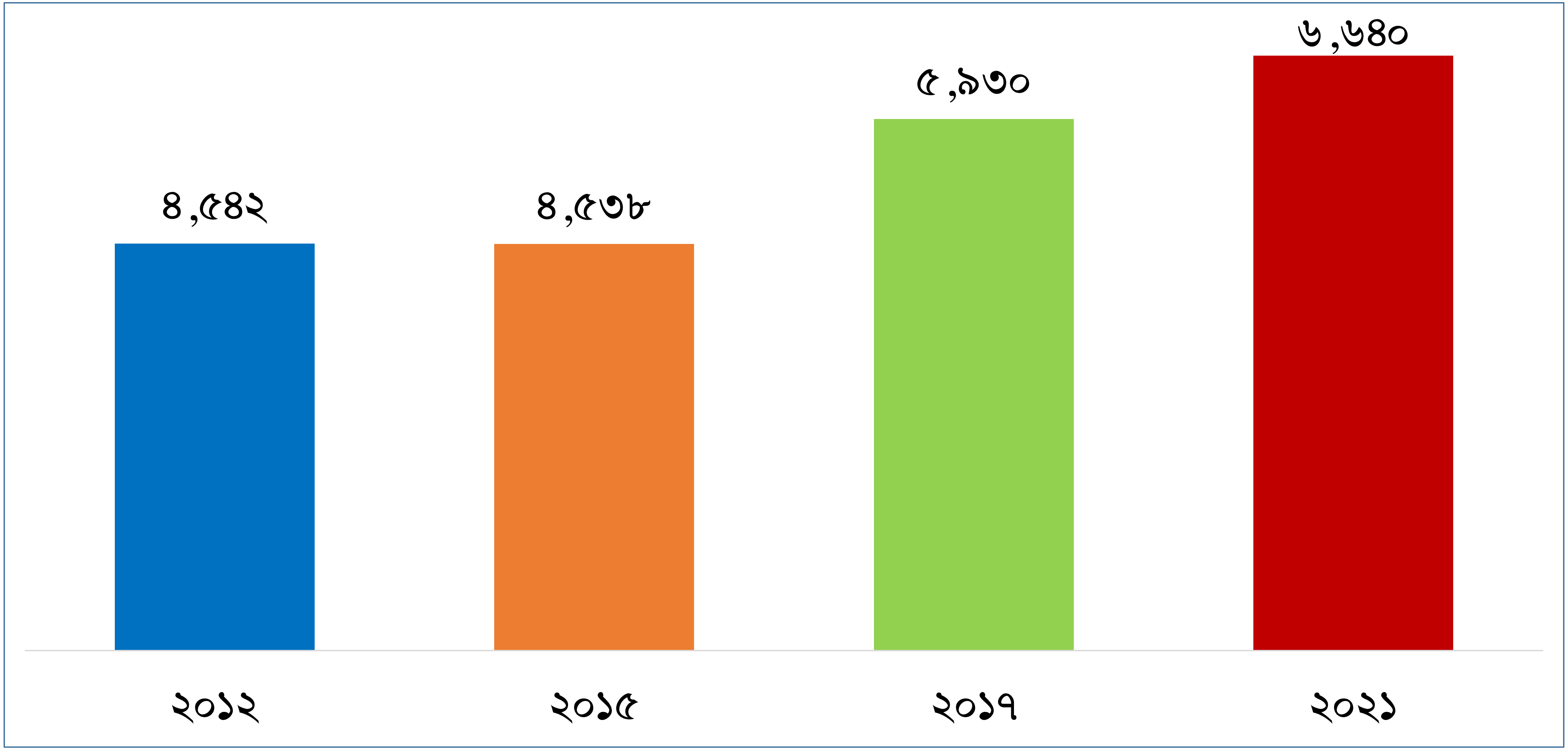

২০২১ সালে জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ

ক্রমিক নম্বর	খাত	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ ২০১৭ (কোটি টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত* মোট ঘুষ ২০২১ (কোটি টাকা)
	সার্বিক	১০,৬৮৮.৯	১০,৮৩০.১
১	বিচারিক সেবা	১,২৪১.৯	১,৬০৮.৯
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	২,১৬৬.৯	১,৪৮৮.৮
৩	ভূমি	২,৫১২.৯	১,৩৩৬.৮
৪	বীমা	৫০৯.৯	৯৩২.৫
৫	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৩৮.৭	৭৫৬.৪
৬	পাসপোর্ট	৪৫১.৬	৬৮৪.৪
৭	বিআরটিএ	৭১০.২	৬৪০.৪
৮	বিদ্যুৎ	৯১৪.১	৫২০.৩
৯	গ্যাস	৫২৮.১	৪২০.২
১০	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪৫৫.২	২২৮.১
১১	স্বাস্থ্য	১৬০.২	১৯২.১
১২	ব্যাংকিং	১১২.৯	৯৬.১
১৩	কর ও শুল্ক	১২৩.৮	৯২.১
১৪	এনজিও	৩৬.৪	২৪.০
১৫	জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন সহায়তা	-	৮.০
১৬	কৃষি	৫১.০	৪.০
১৭	অন্যান্য	৩৭৫.১	১,৭৯৭.০

*বাংলাদেশে মোট খানার সংখ্যা ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী নির্ণীত-মোট প্রাক্কলিত খানা ৪.০৭ কোটি (নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)

- ২০২১ সালের জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ২০১৭ সালের তুলনায় ১৩৩.২ কোটি টাকা (১.২%) বেশি
- জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.৪% এবং জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ২.০%। ২০১৭ এর প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.৫% এবং জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৩.৪%

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার (%)	ঘুষের শিকার (%)	ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
	সার্বিক	৭০.৯	৪০.১	৬,৬৩৬
১	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৪.৪	৫৫.৭	৬,৬৯৮
২	পাসপোর্ট	৭০.৫	৫৫.৮	৫,০৫৫
৩	বিআরটিএ	৬৮.৩	৫০.২	৫,১৪৭
৪	বিচারিক সেবা	৫৬.৮	২৩.৭	১৯,০৯৬
৫	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৪৮.৭	৬.২	৬৮০
৬	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৬.৬	৩৩.৫	১,০১২
৭	ভূমি সেবা	৪৬.৩	৩১.৫	৭,২৭১

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ...

- ২০২১ সালে সার্বিকভাবে ৭০.৯% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত তিনটি খাত হল - আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, পাসপোর্ট এবং বিআরটিএ
- ২০২১ সালে সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ৪০.১%, এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঘুষ গ্রহণকারী তিনটি খাত হল- পাসপোর্ট, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিআরটিএ
- জরিপে অন্তর্ভুক্ত ঘুষদাতা খানার ৭২.১% ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে "ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না"- এ কথা বলেছেন, অর্থাৎ ঘুষ আদায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে
- ২০২১ সালে সার্বিকভাবে খানা প্রতি গড়ে ৬,৬৩৬ টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে এবং সর্বোচ্চ ঘুষ আদায়ের তিনটি খাত হল - বীমা, বিচারিক ও গ্যাস সেবা
- ২০২১ সালে জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১০,৮৩০.১ কোটি টাকা, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৫.৯% এবং বাংলাদেশে জিডিপি'র ০.৪%
- ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে কোনো কোনো খাতে ঘুষের শিকার খানার হার বেড়েছে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) এবং কোনো কোনো খাতে কমেছে (কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা)
- ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের হার কমেছে কিন্তু ঘুষ আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে। অপরদিকে অন্যান্য অনিয়ম-দুর্নীতি বেড়ে যাওয়ায় সার্বিকভাবে সেবাখাতে দুর্নীতি বেড়েছে

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ...

- ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে বিভিন্ন খাতে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া চলমান থাকলেও কোনো কোনো সেবাখাতে তা পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ায় কিছু খাতে দুর্নীতি একই অবস্থায় রয়েছে (আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, পাসপোর্ট, বিআরটিএ ইত্যাদি) এবং কিছু খাতে বৃদ্ধি পেয়েছে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বীমা ইত্যাদি)
- আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না, তবে ঘুষের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার শিকার হওয়ার হার বেশি -
    - ২০২১ সালে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে সেবা খাতে ঘুষের শিকার হওয়ার হার বেশি (৩৬.৬% বনাম ৪৬.৫%)
    - উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানার ওপর দুর্নীতির বোঝা অপেক্ষাকৃত বেশি। সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানা তাদের বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়
- পুরুষ সেবাগ্রহীতার তুলনায় নারী সেবাগ্রহীতারা কোনো কোনো খাতে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য খাত) এবং কোনো কোনো সেবাখাতে নারীদের তুলনায় পুরুষ সেবাগ্রহীতারা বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (শিক্ষা, ভূমি সেবা)
- ৩৫ বছরের নিচের সেবাগ্রহীতাদের তুলনায় ৩৬ ও তদূর্ধ্ব বয়সের সেবাগ্রহীতারা অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্নীতির শিকার হয়

জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি'র সুপারিশ

১. বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে আইনানুগভাবে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে; এক্ষেত্রে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে

২. সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাসে সকল সেবা ডিজিটালাইজ করতে হবে। সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিস চালু করতে হবে এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

৩. সেবাপ্রদানকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সেবাপ্রদানকারীদের আচরণগত বিষয়গুলো জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে

৪. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার দেওয়া বন্ধ করতে হবে

৫. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে

জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে ভিত্তিতে টিআইবি'র সুপারিশ ...

৬. সংশ্লিষ্ট সেবাখাতে নাগরিক সনদে সেবামূল্য সম্পর্কিত তথ্য হালনাগাদ করতে হবে এবং তা দৃষ্টিগোচর স্থানে স্থাপন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কার্যকর করতে হবে, যেখানে সাধারণ সেবাগ্রহীতার সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে

৭. সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (জিআরএস) সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে

৮. যেসব খাতে জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের কারণে সেবাদান ব্যাহত হয় সেসব খাতে বিদ্যমান ঘাটতি দূর করতে হবে

৯. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সামাজিক আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে

১০. দুর্নীতি প্রতিরোধে সকল পর্যায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

ধন্যবাদ

বিশেষজ্ঞ প্যানেল পরিচিতি

নাম	প্রতিষ্ঠান
অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ	প্রাক্তন উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক ড. সেকান্দার হায়াত খান	পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক পিকে. মো. মতিউর রহমান	পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান	লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব	পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন	পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক এ.কে. এনামুল হক	অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান	উন্নয়ন অধ্যায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়